

একাদশ অধ্যায়

▶▶ বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প

শিখনফল

- বাংলাদেশের প্রধান কৃষিপণ্য ও তাদের বণ্টন বর্ণনা করতে পারবে।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বাংলাদেশের খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও কঠিন শিলার অবস্থান বর্ণনা করতে পারবে।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বাংলাদেশের প্রধান শিল্প সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বাংলাদেশের প্রধান পর্যটনকেন্দ্রের বর্ণনা করতে পারবে।
- বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- বনজ সম্পদ সংরক্ষণে সর্বত্র সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারবে।
- পর্যটক হিসেবে পর্যটন কেন্দ্রের সুস্থ পরিবেশ সংরক্ষণে নাগরিক দায়িত্ব পালন করবে।

ছবি সংক্রান্ত তথ্য

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

- **কৃষিপণ্য** : কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষিব্যবস্থা একটি দেশের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ১৩ শতাংশ। এদেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫০ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত।
 - বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান প্রধান। এদেশে আউশ, আমন, বোরো প্রভৃতি ধরনের ধান চাষ হয়। বাংলাদেশের সকল জেলায় ধান উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের উর্বর দোআঁশ মাটি গম চাষের জন্য বিশেষ সহায়ক। গম চাষের জন্য ১৬° থেকে ২২° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৫০ থেকে ৭৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। উত্তরাঞ্চল গম চাষের জন্য ভালো।
 - যেসব ফসল সরাসরি বিক্রির উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হয় তাকে অর্থকরী ফসল বলে। পাট, ইরু, চা বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল।
- **বাংলাদেশের বনাঞ্চল** : কোনো দেশের প্রাকৃতিক ভাষাময় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মোট ভূমির ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ২০১২-১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ। বাংলাদেশের বনভূমিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।
 - বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকার অধিক বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং কম বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে পাতাঝরা গাছের বনভূমি দেখা যায়।
 - বাংলাদেশের পরাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহে ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি দেখা যায়। শীতকালে এ বনভূমির বৃষের পাতা ঝরে যায় এবং গ্রীষ্মকালে আবার নতুন পাতা গজায়।
 - খুলনা বিভাগের ৬,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে শ্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন বিস্তৃত। সমুদ্রের জোয়ারতাটা ও লোনা পানি এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য এ অঞ্চল বৃষসমৃদ্ধ।
- **বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ** : প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদ হিসেবে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও কঠিন শিলা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের এই খনিজ সম্পদসমূহের অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং বিতরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।
- **বাংলাদেশের প্রধান শিল্প** : কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। আর্থসামাজিক ও দারিদ্র্যবিমোচনে শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীচা ২০১৪ অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান হলো শতকরা ২৯ ভাগ। বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলো হলো :

পাট শিল্প : বাংলাদেশে কৃষিনির্ভর শিল্পগুলোর মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। এদেশে পর্যাপ্ত ও উৎকৃষ্ট পাট চাষ হওয়ায় পাট শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করছে।

কাপাস বয়নশিল্প : কাপাস বয়নশিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত তুলা ও সুতা দিয়ে বাংলাদেশের সুতা ও বস্ত্রকলগুলো পরিচালিত হয়।

সার শিল্প : বাংলাদেশে বর্তমানে ১৭টি সার কারখানা থেকে সার উৎপাদন হচ্ছে।

তৈরি পোশাক শিল্প : বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প বিকাশের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। ২০১২-১৩ সালে এ শিল্পে বাংলাদেশ ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে, যা মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৪১.১০ ভাগ।
- **বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প** : পর্যটনের জন্য সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমুদ্র সৈকত, ঘন অরণ্য, পাহাড়ি এলাকা প্রকৃতিগতভাবেই এখানে বিদ্যমান। বাংলাদেশের পর্যটকদের ভ্রমণ কেন্দ্রগুলোর মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য এ দেশের পর্যটন শিল্পের জন্য বিরাট সম্ভাবনাময় ভেত্র। এ দেশে পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুময় সমুদ্রসৈকত, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, দ্বীপ, হ্রদ, নদী ও পালতোলা নৌকার অনুপম দৃশ্যাবলি, সবুজ-শ্যামলিমা ঘেরা পাহাড়ি ভূমি রয়েছে, যা দেখলে মন ভরে যায়।

- বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব : বাংলাদেশ পর্যটনকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় শিল্পনীতিতে একে অগ্রাধিকার শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে আয়, কর্মসংস্থান ও জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা যায়। বাংলাদেশে ২০০৬ সালে বিদেশি পর্যটক এসেছে প্রায় ২,০০,৩১১ জন এবং ২০০৯ সালে ২,৬৭,১০৭ জন। এতে বিদেশি পর্যটক ভ্রমণে আয় হয়েছে ২০০৬ সালে ৫৫৩০.৬০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০৯ সালে ৫৭৬২.২৪ মিলিয়ন টাকা।

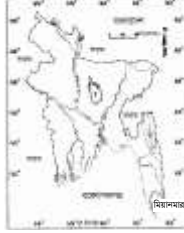
বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



- বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের জেলাগুলোতে গম চাষ বেশি প্রসার লাভ করেছে?
 (a) পূর্বাঞ্চলের (b) পশ্চিমাঞ্চলের
 (c) দক্ষিণাঞ্চলের (d) উত্তরাঞ্চলের
 - ইক্ষু উৎপাদনের জন্য কোন ধরনের মৃত্তিকার প্রয়োজন?
 i. বেলে দোআঁশ
 ii. কদমাক্ত দোআঁশ
 iii. জৈব পদার্থ মিশ্রিত দোআঁশ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i ও ii (b) i ও iii
 (c) ii ও iii (d) i, ii ও iii
- নিচের মানচিত্র পর্যবেক্ষণ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :



- 'T' চিহ্নিত অঞ্চলে কোন ধরনের বনভূমি গড়ে উঠেছে?
 (a) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ (b) ক্রান্তীয় পাতাবরা
 (c) শ্রোতজ (d) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাবরা
- উক্ত বনভূমিতে কোন ধরনের বৃষ জন্মায়?
 i. চাপালিশ ii. শাল iii. হিজল
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i ও ii (b) i ও iii (c) ii ও iii (d) i, ii ও iii

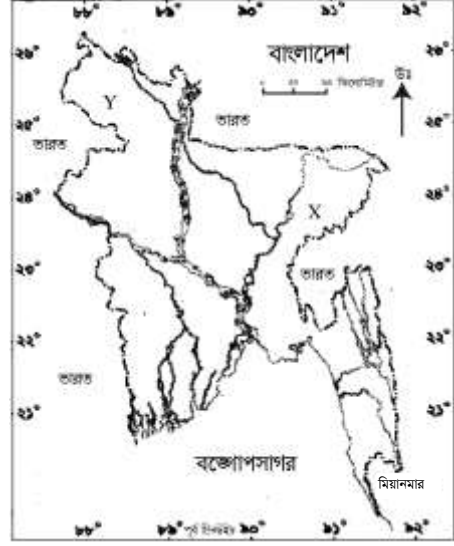
■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন- ১ ▶▶

অর্থকরী ফসল ও খনিজ সম্পদ

নিচের চিত্র দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলবেত্র কোন জেলায় অবস্থিত?
- গম চাষের উপযোগী জলবায়ু বর্ণনা কর।
- 'X' অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ফসলটি উৎপাদনের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- 'X' এবং 'Y' অঞ্চলের প্রাপ্ত প্রধান খনিজ সম্পদের মধ্যে কোনটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলবেত্রটি মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে অবস্থিত।

খ গম চাষের জন্য বাংলাদেশের শীত ঋতু বিশেষ উপযোগী। সাধারণত গম চাষের জন্য ১৬° থেকে ২২° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ৫০ থেকে ৭৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। বাংলাদেশে বৃষ্টিহীন শীত মৌসুমে পানি সেচের মাধ্যমে গম চাষ করা হয়।

গ চিত্রের 'X' চিহ্নিত অঞ্চলটি হলো মৌলভীবাজার জেলা। মৌলভীবাজার জেলায় বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল চা জন্মায়। পানি নিষ্কাশন যেখানে সহজ এমন ঢালু জমিতে চা ভালো হয়। মৌলভীবাজার জেলায় ছোট ছোট টিলা এ ধরনের বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাছাড়া চা চাষের জন্য ১৬° থেকে ১৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। যা উক্ত অঞ্চলে বিদ্যমান। এ অঞ্চলের উর্বর লৌহ ও জৈব পদার্থ মিশ্রিত দোআঁশ মাটিতে চা চাষ ভালো হয়। প্রাকৃতিক এসব নিয়ামক ছাড়াও মূলধন, শ্রমিক, পরিবহন, বাজার প্রভৃতি নিয়ামক এ অঞ্চলে চা উৎপাদনে অনুকূল ভূমিকা রাখে।

ঘ চিত্রের 'Y' অঞ্চল হলো পূর্বাঞ্চলের মৌলভীবাজার জেলা ও 'Y' হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিনাজপুর জেলা। জেলা দুটোতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ হলো প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭৩ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে। শিল্পকারখানায় কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ফেঞ্চুগঞ্জের সার

কারখানায় ও ছাতকের সিমেন্ট কারখানায় হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ঘোড়াশালের সার কারখানায় তিতাস গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কীটনাশক, ঔষধ, রাবার, পরাস্টিক, কৃত্রিম তন্তু প্রভৃতি তৈরির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। চা বাগানগুলো রশিদপুরের প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ফার্নেস তেলের পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার হয়। যেমন— সিম্ভিরগঞ্জ, আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে শক্তির অন্যতম উৎস কয়লা। কলকারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি চালানোর জন্য কয়লা ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি হিসেবেও কয়লা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলাদেশ কয়লা সম্পদে তত উন্নত নয়, মজুদও খুব বেশি নেই। সুতরাং বাস্তবতা এই যে, উভয় খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অধিক।

প্রশ্ন- ২২২

বস্ত্র শিল্প ও সার শিল্প

সিমার বাড়ি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। সেখানে এমন একটি শিল্প গড়ে উঠেছে যার কাঁচামাল বাইরের দেশ থেকে আমদানি করা হয়। অপরদিকে পলির বাড়ি দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সেখানে একটি শিল্প গড়ে উঠেছে যা দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

- ক. শিল্প কী?
- খ. বাংলাদেশে পাট শিল্প গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. সিমার অঞ্চলে গড়ে ওঠা শিল্পটি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পলির অঞ্চলের শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতটুকু সে সম্পর্কে মতামত দাও।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ২২

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হলো শিল্প।

পরীক্ষা প্রস্তুতি



এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে— বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিবাখীদের পরীক্ষা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. তারা মসজিদ কোথায়? [স. বো. '১৬]
 ৐ পটুয়াখালী ৐ নোয়াখালী
 ৐ গাজীপুর ৐ ঢাকা
 ২. ২০০৬ সালে পর্যটন শিল্প থেকে কত টাকা আয় হয়? [স. বো. '১৬]
 ৐ ৫৭৬২.২৪ মিলিয়ন টাকা ৐ ৫৫৩০.৬০ মিলিয়ন টাকা
 ৐ ৫৩৩০.২৪ মিলিয়ন টাকা ৐ ৫১৬০.৬০ মিলিয়ন টাকা
-
- চিত্র : বাংলাদেশের আর্থিক মানচিত্র
৩. মানচিত্রে প্রদর্শিত স্থানটিতে জন্মে— [স. বো. '১৬]
 ৐ চা, রাবার ৐ আখ, আম
 ৐ কলা, পেয়ারা ৐ পান, সুপারি
 ৪. কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত কোন জেলায় অবস্থিত? [স. বো. '১৬]
 ৐ নোয়াখালী ৐ পটুয়াখালী
 ৐ কক্সবাজার ৐ বরিশাল
 ৫. বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে দৈনিক কী পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হয়? [স. বো. '১৬]
 ৐ প্রায় ১.৯৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন ৐ প্রায় ২.৯৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন
 ৐ প্রায় ৩.৯৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন ৐ প্রায় ৪.৯৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন
 [বি. দ্র.. সঠিক উত্তর ৩,০০০ মে.টন।]

খ. বাংলাদেশে পর্যাপ্ত ও উৎকৃষ্টমানের পাট চাষ হওয়ায় এদেশে পাট শিল্প গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে কৃষিনির্ভর শিল্পগুলোর মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। কাঁচামালের সহজলভ্যতা এ দেশে পাট শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করেছে। এদেশে পাটের দর ও সুলভ শ্রমিক রয়েছে। সর্বোপরি পাট শিল্পের প্রতি সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা রয়েছে। এসব কারণে বাংলাদেশে পাট শিল্প গড়ে উঠেছে।

গ. সিমার অঞ্চল হলো দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বস্ত্রশিল্প প্রসার লাভ করেছে। বস্ত্রশিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প। বাংলাদেশের আবহাওয়া বস্ত্রশিল্পের অনুকূল, তারপরও বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাংলাদেশের বস্ত্রকলগুলো বিদেশ থেকে আমদানিকৃত তুলা ও সুতা দিয়ে পরিচালিত হয়। উদ্দীপকে এজন্যই বলা হয়েছে এ শিল্পের কাঁচামাল বাইরের দেশ থেকে আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ প্রতি বছর জাপান, সিজাপুর, হংকং, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ তুলা, সুতিবস্ত্র ও সুতা আমদানি করে থাকে। মূলত এ আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর ভর করেই সিমার অঞ্চলে তথা দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বস্ত্রশিল্প প্রসার লাভ করেছে।

ঘ. পলির বসবাসকৃত অঞ্চল দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সার শিল্প প্রসার লাভ করেছে। সার দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে সহায়তা করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৭টি সার কারখানা থেকে সার উৎপাদিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সার অন্যতম। প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজলভ্যতার জন্য সার শিল্পের উন্নয়নে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় ব্যবহৃত হয়। ঘোড়াশাল সার কারখানায় তিতাস গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে আবিষ্কৃত গ্যাসবেত্র ২৫টি এবং বর্তমানে দেশে ১৬.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ আছে। বর্তমানে দেশের ১৯টি গ্যাসবেত্রের ৮টি কুপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। তাই প্রাকৃতিক গ্যাসনির্ভর সার শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়।

৬. আমিন সাহেব তার ৪/৫ বিঘা জমিতে পাট চাষ করেন। কারণ তিনি জানেন পাট একটি— [স. বো. '১৬]
 i. অর্থকরী ফসল
 ii. সোনালি আঁশ
 iii. খাদ্যশস্য
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৐ i ও ii ৐ i ও iii
 ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
 ৭. বাংলাদেশের প্রথম কাগজকল কোন সালে স্থাপিত হয়? [স. বো. '১৬]
 ৐ ১৯৫০ ৐ ১৯৫১
 ৐ ১৯৫২ ৐ ১৯৫৩
 ৫. বাহাদুর শাহ পার্ক কত সালে নির্মিত? [স. বো. '১৫]
 ৐ ১৭৫৭ ৐ ১৮৫৭ ৐ ১৮৭৫ ৐ ১৯৭৫
 ৬. সিলেট জেলায় কোন ধান ভালো জন্মে? [স. বো. '১৫]
 ৐ আমন ৐ আউশ ৐ ইরি ৐ বোরো
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭, ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- ২০-৩৫° সে উত্তাপ → ? ← ১৫০-২৫০ সেমি বৃষ্টিপাত

↓

পলিযুক্ত দোআঁশ মাটি
৭. অনুচ্ছেদের (৭) চিহ্নিত খালি ঘরে নিচের কোনটি প্রযোজ্য? [স. বো. '১৫]

৮. উক্ত ফসল চাষের উপযুক্ত অঞ্চল কোনটি?
 ● উষ্ণ অঞ্চল ● উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চল
 ● আর্দ্র অঞ্চল ● প্রচুর বৃষ্টিপাত
৯. কিসের কারণে এ দেশের আবহাওয়া আর্দ্র থাকে? [স. বো. '১৫]
 ● নদী ● পাহাড়
 ● বনভূমি ● সাগর
১০. বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে কোনটি প্রধান?
 [টাইপাইনবাবগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 ● ধান ● গম ● আলু ● ডাল
১১. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অধিক গম উৎপাদিত হয়?
 [মোহাম্মদপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]
 ● পূর্বাঞ্চল ● পশ্চিমাঞ্চল
 ● দক্ষিণাঞ্চল ● উত্তরাঞ্চল
১২. গম চাষের উপযোগী মাটি কোনটি? [হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]
 ● উর্বর দোআঁশ ● বেলে মাটি
 ● উর্বর কর্দমাময় মাটি ● পলি মাটি
১৩. বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল কোনটি?
 [আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 ● পাট ● চা ● চিনি ● তামাক
১৪. বেলে দোআঁশ ও কর্দমাময় দোআঁশ মাটিতে কী চাষ ভালো হয়?
 [মোহাম্মদপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]
 ● ধান ● ইক্ষু
 ● পাট ● চা
১৫. চা চাষের জন্য কত সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন?
 [শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 ● ১৫০ ● ১৭৫ ● ২০০ ● ২৫০
১৬. চা চাষের জন্য প্রয়োজন— [মানিকগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
 i. উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু
 ii. ১৬° থেকে ১৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা
 iii. উর্বর লৌহ ও জৈব পদার্থ মিশ্রিত দোআঁশ মাটি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ● i ও iii
 ● ii ও iii ● i, ii ও iii
১৭. বাংলাদেশের পরাইস্টেসিনকালের বনভূমিকে কী বলে?
 [নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়]
 ● ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি
 ● ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি
 ● ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাঝরা গাছের বনভূমি
 ● শ্রোতজ বনভূমি
১৮. বাংলাদেশে কত সালে সর্বপ্রথম খনিজ তেল পাওয়া যায়?
 [ভিকারবননিসা নুন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]
 ● ১৯৮১ ● ১৯৮৬ ● ১৯৮৮ ● ১৯৯০
১৯. কত সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্তম কূপে তেল পাওয়া যায়?
 [মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]
 ● ১৯৮৩ ● ১৯৮৪ ● ১৯৮৬ ● ১৯৮৮
২০. বাংলাদেশের কোন গ্যাসবেত্র থেকে খনিজ তেল পাওয়া যায়?
 [নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 ● ছাতক ● রশিদপুর ● বাখরাবাদ ● হরিপুর
২১. বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলবেত্রটি কোথায় অবস্থিত?
 [আজুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনা]
 ● মৌলভীবাজারে ● হবিগঞ্জে
 ● সিলেটে ● সুনামগঞ্জে
২২. বাংলাদেশে আবিষ্কৃত গ্যাসবেত্রের সংখ্যা কতটি? [বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]
 ● ১৯ ● ২১ ● ২৫ ● ২৯
২৩. সেমুতাং কী? [খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 ● কয়লাবেত্র ● নদীকন্দর
 ● গ্যাসবেত্র ● পাহাড়
২৪. দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া বিখ্যাত কেন? [বর্নমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা]

২৫. উন্নতমানের কয়লা কোনটি? [পুলিশ লাইন হাই স্কুল, ফরিদপুর]
 ● লিচনাইট ● পিট
 ● ব্লেক ● অ্যানথ্রাসাইট
২৬. অশুগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়?
 [খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 ● পেট্রোল ● প্রাকৃতিক গ্যাস
 ● ডিজেল ● কয়লা
২৭. বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি কাগজ কল রয়েছে?
 [বর্নমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা]
 ● ৪ ● ৫ ● ৬ ● ৭
২৮. বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি বোর্ড মিলস আছে?
 [বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]
 ● ১ ● ৪ ● ৬ ● ৮
২৯. কোনটি কাগজ উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
 [গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়]
 ● নলখাগড়া ● তুলা
 ● শণ ● নারিকেলের ছোবড়া
৩০. বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা কোনটি?
 [মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]
 ● বোডাশাল সার কারখানা ● ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা
 ● জিয়া সার কারখানা ● পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা
৩১. “A sleeping beauty emerging from mists and water.” উক্তিটি কার?
 [শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 ● হিউয়েন সাং ● ফা হিয়েন
৩২. কোন শিল্পের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের সাথে আত্মসুলভ সম্পর্ক গড়ে ওঠে?
 [জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 ● বস্ত্র ● পর্যটন
 ● পাট ● পোশাক
৩৩. গান্ধী আশ্রম কোথায় অবস্থিত?
 [ভিকারবননিসা নুন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]
 ● মৌলভীবাজার ● সিলেট
 ● নোয়াখালী ● ময়মনসিংহ
৩৪. রাষ্ট্রমাটির প্রধান আকর্ষণ কোনটি? [বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]
 ● বৌদ্ধবিহার ● চাকমা রাজার বাড়ি
 ● কাপ্তাই হ্রদ ● মাতামুহুরী নদী
৩৫. পর্যটন শিল্প থেকে বৃদ্ধি করা যায়— [নেত্রকোনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 i. আয়
 ii. কর্মসংস্থান
 iii. জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ● i ও iii
 ● ii ও iii ● i, ii ও iii
৩৬. ঢাকার পর্যটন কেন্দ্র—[আহম্মদ উদ্দিন শাহ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা]
 i. কার্জন হল
 ii. আহসান মঞ্জিল
 iii. তারা মসজিদ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ● i ও iii
 ● ii ও iii ● i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➡ ভূমিকা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০০

At a
Glance

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৭. একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বিসের ওপর নির্ভর করে? (জ্ঞান)
 ৩৮. বাংলাদেশে শিল্পের গুরুত্ব অপরিহার্য হওয়ার কারণ কী? (অনুধাবন)
 ৩৯. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখছে কোন শিল্প? (অনুধাবন)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪০. বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ —
 i. কৃষিজ ও বনজ
 ii. কয়লা
 iii. প্রাকৃতিক গ্যাস
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৪১. কৃষিপণ্য — বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৪৩

At a Glance

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— কৃষি।
- বাংলাদেশের কৃষিজ ফসল ২ প্রকার— খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল।
- বাংলাদেশে— আউশ, আমন, বোরো প্রভৃতি ধরনের ধান চাষ হয়।
- বাংলাদেশে বৃষ্টিহীন শীত মৌসুমে— পানি সেচের মাধ্যমে গম চাষ ভালো হয়।
- বাংলাদেশের উর্বর দোআঁশ মাটি— গম চাষের জন্য সহায়ক।
- বাংলাদেশে দুধরনের পাট চাষ হয়— দেশি এবং তোষা।
- ইক্ষু চাষের জন্য প্রয়োজন— সমতলভূমি।
- চা চাষের জন্য প্রয়োজন— উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর।
- জমিতে একই শস্য চাষ— মাটির পুষ্টিকে বতিগ্রস্ত করে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪১. কৃষিব্যবস্থা কখন দেশের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? (প্রয়োগ)
 ৪২. ২০১২-১৩ অর্থবছরের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কত ছিল? (জ্ঞান)
 ৪৩. বর্তমান শ্রমশক্তির মোট কত শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত? (জ্ঞান)
 ৪৪. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উৎপাদিত হয় এমন খাদ্যশস্য কোনটি? (অনুধাবন)
 ৪৫. আমন ধান কোথায় ভালো হয়? (জ্ঞান)
 ৪৬. ধান চাষের জন্য কত তাপমাত্রা প্রয়োজন? (জ্ঞান)
 ৪৭. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ধান ভালো জন্মে কেন? (অনুধাবন)
 ৪৮. গম চাষের জন্য কত তাপমাত্রা প্রয়োজন? (জ্ঞান)

৪৯. কোনটি চাষে রপ্তান ও যশোর জেলার সম্পৃক্ততা নেই? (জ্ঞান)
 ৫০. তেলবীজ জাতীয় খাদ্যশস্যের সাথে অমিল প্রকাশ করে কোনটি? (উচ্চতর দর্পতা)
 ৫১. ডাল জাতীয় খাদ্যশস্য নয় নিচের কোনটি? (অনুধাবন)
 ৫২. আমাদের দেশে নিচের কোন ফসলটি সরাসরি বিক্রির জন্য চাষ করা হয়? (অনুধাবন)
 ৫৩. বাংলাদেশে সাধারণত কত প্রকারের পাটচাষ হয়? (জ্ঞান)
 ৫৪. উষ্ণ অঞ্চলের ফসল কোনটি? (অনুধাবন)
 ৫৫. অধিক তাপমাত্রা এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত কী চাষে প্রয়োজন হয়? (অনুধাবন)
 ৫৬. পাট চাষে কত সেমি বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন? (অনুধাবন)
 ৫৭. কী চাষের জন্য ২০° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ১৫০ থেকে ২৫০ সেমিটমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন? (অনুধাবন)
 ৫৮. কোন ধরনের মাটিতে পাট চাষ প্রসার লাভ করে? (জ্ঞান)
 ৫৯. চিনি বা গুড় উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে কোন ফসল চাষ করা হয়? (জ্ঞান)
 ৬০. ইক্ষু চাষের জন্য কত তাপমাত্রা প্রয়োজন? (জ্ঞান)
 ৬১. বাংলাদেশে উৎপাদিত কোন অর্থকরী ফসলের বেশির ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়? (জ্ঞান)
 ৬২. পানি নিষ্কাশনবিশিষ্ট ঢালু জমিতে কী চাষ ভালো হয়? (অনুধাবন)
 ৬৩. চা চাষের জন্য কত তাপমাত্রা প্রয়োজন? (জ্ঞান)
 ৬৪. উর্বর লৌহ ও জৈব পদার্থ মিশ্রিত দোআঁশ মাটিতে কী ভালো হয়? (অনুধাবন)
- | অঞ্চল | তাপমাত্রা | বৃষ্টিপাত | মাটি |
|-------|-----------|-----------|------------------|
| ক | ১৬°-১৭° | ২৫০ সেমি | লৌহ সমৃদ্ধ দোআঁশ |
৬৫. ক অঞ্চলে কোন কৃষিপণ্যটির উৎপাদন ভালো হয়? (প্রয়োগ)
 ৬৬. ক অঞ্চলে কোন কৃষিপণ্যটির উৎপাদন ভালো হয়? (প্রয়োগ)

- i ଓ ii ☒ i ଓ iii
 ଗ) ii ଓ iii ☒ i, ii ଓ iii

☛ বাংলাদেশের বনাঞ্চল ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৪৬



- বনভূমি থেকে যে সম্পদ পাওয়া যায় তাকে বলে বনজ সম্পদ।
- বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ- শতকরা ১৭ ভাগ।
- জলবায়ু ও মাটির গুণাগুণের তারতম্যের কারণে- বাংলাদেশের বনভূমি ৩ ভাগে বিভক্ত।
- পাহাড়ের অধিক বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে দেখা যায়- ক্রান্তীয় চিরহরিৎ গাছের বনভূমি।
- সমুদ্রের জোয়ার ভাটা ও লোনা পানি এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য শ্রোতজ বনভূমি বৃষ সমৃদ্ধ।
- পারস্পরিক ভারসাম্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মোট ভূমির-২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন।
- পাতাবরা গাছের বনভূমি দেখা যায়- কম বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে।
- শতিকালে বৃষের পাতা ঝরে যায়- ক্রান্তীয় পাতাবরা গাছের বনভূমিতে।
- শ্রোতজ বনভূমি খুলনা বিভাগের ৬,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রবায় বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৯. বনভূমি থেকে যে সম্পদ আহরিত হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
 ① প্রাকৃতিক সম্পদ ② কৃত্রিম সম্পদ
 ③ সামাজিক সম্পদ ④ বনজ সম্পদ
৮০. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাবরা গাছের বনভূমি আছে? (অনুধাবন)
 ① খুলনা, সাতবীরা ও বাগেরহাট
 ② ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর
 ③ সিলেট, রংপুর ও দিনাজপুর
 ④ খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান
৮১. ২০১২-১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের বর্তমান বনাঞ্চল মোট আয়তনের কত শতাংশ? (জ্ঞান)
 ① ৯% ② ১৩%
 ③ ১৭% ④ ১৯%
৮২. জলবায়ু ও মাটির গুণাগুণের তারতম্যের কারণে বাংলাদেশের বনভূমিকে কয় শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে? (জ্ঞান)
 ① দুই ② তিন
 ③ চার ④ পাঁচ
৮৩. কী কারণে বাংলাদেশে চিরহরিৎ বনভূমি সৃষ্টি হয়েছে? (জ্ঞান)
 ① অল্প বৃষ্টি ② অনাবৃষ্টি
 ③ সীমিত বৃষ্টি ④ অতিবৃষ্টি
৮৪. পাহাড়ের কম বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে কী ধরনের বনভূমি দেখা যায়? (জ্ঞান)
 ① ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ② পাতাবরা গাছের
 ③ শ্রোতজ ④ সরলবর্গীয়
৮৫. নিচের কোন বনভূমির বৃষের পাতা শীতকালে ঝরে যায় এবং গ্রীষ্মকালে আবার গজায়? (জ্ঞান)
 ① বরেন্দ্র ② ভাওয়ালের
 ③ চিরহরিৎ ④ শ্রোতজ
৮৬. নিচের কোন দুটি জেলায় সুন্দরবন অবস্থিত? (অনুধাবন)
 ① খুলনা ও যশোর ② খুলনা ও পটুয়াখালী
 ③ পটুয়াখালী ও বাগেরহাট ④ সাতবীরা ও বাগেরহাট
৮৭. সুন্দরবনের উত্তরে কোন জেলা অবস্থিত? (অনুধাবন)
 ① পিরোজপুর ② বরিশাল
 ③ বাগেরহাট ④ বরগুনা
৮৮. সুন্দরবনের পূর্বে কোন নদীটি অবস্থিত? (অনুধাবন)
 ① হরিণঘাটা ② রাইমঙ্গল
 ③ হাড়িয়াভাঙ্গা ④ বালেশ্বর
৮৯. সুন্দরবনের আয়তন কত? (জ্ঞান)
 ① ৬০০ বর্গকিলোমিটার ② ৬০ বর্গকিলোমিটার
 ③ ৬,০০০ বর্গকিলোমিটার ④ ৬০,০০০ বর্গকিলোমিটার

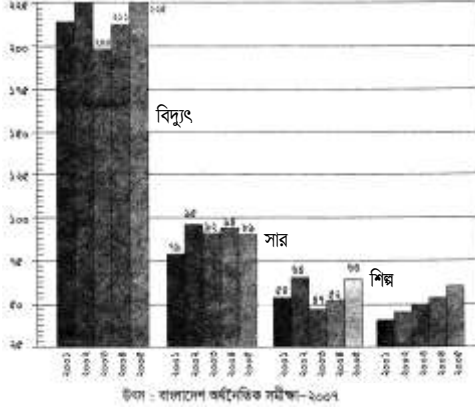
৯০. প্রাত্যহিক জোয়ারভাটা বাংলাদেশের কোন বনভূমির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক? (অনুধাবন)
 ① শ্রোতজ ② মধুপুর
 ③ পাতাবরা ④ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ
৯১. বাংলাদেশের কোন বন সমুদ্র সমতলে অবস্থিত? (অনুধাবন)
 ① সুন্দরবন ② শালবন
 ③ সিলেটের বনভূমি ④ বরেন্দ্রভূমি
৯২. কোনটি সুন্দরবনের বৃষ? (অনুধাবন)
 ① গেওয়া ② শাল
 ③ কড়ই ④ হরীতকী
৯৩. ক্রান্তীয় পাতাবরা গাছের বনভূমিতে কোন গাছের প্রাধান্য রয়েছে? (জ্ঞান)
 ① হরীতকী ② তেলসুর
 ③ শাল ④ সুন্দরী
৯৪. চাপাশিখ কোন বনাঞ্চলের উদ্ভিদ? (অনুধাবন)
 ① বরেন্দ্র বনভূমি ② ভাওয়ালের বনভূমি
 ③ শ্রোতজ বনভূমি ④ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি
৯৫. কোন গাছের পাতা একেবারে ঝরে যায় না? (অনুধাবন)
 ① চাপাশিখ ② শাল
 ③ কড়ই ④ হিজল
৯৬. সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের বয়বতি কমাতে কোনটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে? (অনুধাবন)
 ① ভূমিধস ② পর্যটন শিল্প
 ③ বনাঞ্চল ④ উপকূলীয় বাঁধ
৯৭. কোনটি একটি অঞ্চলের আবহাওয়াকে আর্দ্র রাখে? (অনুধাবন)
 ① বনভূমি ② জলাভূমি
 ③ বৃষ্টিপাত ④ বায়ুপ্রবাহ
৯৮. বনাঞ্চল এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হয়। এর কারণ কী? (উচ্চতর দর্পতা)
 ① বায়ুর আর্দ্রতা বেশি ② বায়ুর তাপমাত্রা বেশি
 ③ জনসংখ্যা কম ④ বায়ুদূষণের হার কম

বহুপদী সমাশ্বিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৯. বাংলাদেশের পরাইস্টোপিনকালের বনভূমি — (অনুধাবন)
 i. মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি
 ii. বরেন্দ্র বনভূমি
 iii. সুন্দরবন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ② ii
 ③ i ও ii ④ i, ii ও iii
১০০. সুন্দরবনে বনাঞ্চল গড়ে ওঠার কারণ — (উচ্চতর দর্পতা)
 i. জোয়ার ভাটার প্রভাব
 ii. সমুদ্রের লোনা পানি
 iii. অপরিাপ্ত বৃষ্টিপাত
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii
১০১. সমুদ্রের জোয়ারভাটা ও লোনা পানির বনাঞ্চলকে বলা হয়— (অনুধাবন)
 i. শ্রোতজ বনভূমি
 ii. সুন্দরবন
 iii. ক্রান্তীয় পাতাবরা বন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii
১০২. শ্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবনের অবস্থান— (অনুধাবন)
 i. পূর্বে হরিণঘাটা নদী, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলা
 ii. পশ্চিমে রাইমঙ্গল ও হাড়িয়াভাঙ্গা নদী
 iii. উত্তরে খুলনা, সাতবীরা ও বাগেরহাট জেলা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii

১১৬. কোনটি বাংলাদেশের তেলবেত্র? (অনুধাবন)
- ক) ঢাকায় খুলনায়
গ) পাবনায় ● চট্টগ্রামে
১১৭. মৌলভীবাজার জেলার বরমচাল তেলবেত্রটি থেকে দৈনিক কত ব্যারেল তেল উত্তোলিত হয়? (জ্ঞান)
- ক) প্রায় ১,০০০ ● প্রায় ১,২০০
গ) প্রায় ১,৪০০ ঘ) প্রায় ১,৫০০
১১৮. বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানী সম্পদ কোনটি? (অনুধাবন)
- ক) কয়লা ● প্রাকৃতিক গ্যাস
গ) খনিজ তেল ঘ) বায়োগ্যাস
১১৯. দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহারের প্রায় কত শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে? (জ্ঞান)
- ক) ২৫ ঘ) ৪৫
গ) ৫৫ ● ৭৩
১২০. ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত কত ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে? (জ্ঞান)
- ১০.৯২ ঘ) ১৬.৬০
গ) ২৬.৭৩ ঘ) ১৫.১৪
১২১. জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুতের পরিমাণ কত ট্রিলিয়ন ঘনফুট? (জ্ঞান)
- ১৬.১২ ঘ) ১৮.৭৯
গ) ২৪.৭৫ ঘ) ১৫.৭৯
১২২. বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি গ্যাসবেত্র থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে? (জ্ঞান)
- ক) ১২ ঘ) ১৬
● ১৯ ঘ) ২২
১২৩. বর্তমানে ১৯টি গ্যাসবেত্রের কতটি কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে? (জ্ঞান)
- ক) ৭০ ঘ) ৭৫
● ৮৩ ঘ) ৮৫
১২৪. কৈলাশটিলায় কোনটি পাওয়া গেছে? (অনুধাবন)
- ক) খনিজ তেল ● প্রাকৃতিক গ্যাস
গ) কঠিন শিলা ঘ) কয়লা
১২৫. নিচের কোন গ্যাসবেত্র এখনও উৎপাদনে যায়নি? (অনুধাবন)
- ক) সেমুতাং ঘ) ফেনী
● বেগমগঞ্জ ঘ) রশিদপুর
১২৬. শক্তি উৎপাদনে কোনটি ব্যবহৃত হয়? (অনুধাবন)
- ক) লোহা ● কয়লা
গ) পাথর ঘ) ইস্পাত
১২৭. বাংলাদেশের অধিকাংশ কয়লাবেত্র কোথায় অবস্থিত? (অনুধাবন)
- ক) উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ● উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে
গ) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ঘ) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে
১২৮. বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আবিষ্কৃত কয়লাবেত্রের মোট মজুত কত? (জ্ঞান)
- ক) ২,৩০০ মিলিয়ন টন ঘ) ২,৫০০ মিলিয়ন টন
● ২,৭০০ মিলিয়ন টন ঘ) ২,৯০০ মিলিয়ন টন
১২৯. ফেব্রুয়ারি, ২০১২ পর্যন্ত কত মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা হয়? (জ্ঞান)
- ৩.৯৯ ঘ) ৭.৭১ গ) ১.৯১ ঘ) ৫.৬৭
১৩০. দিনাজপুরের কোথায় সাম্প্রতিককালে কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে? (জ্ঞান)
- ক) মহাস্থানগড়ে ঘ) পাহাড়পুরে
গ) জামালগঞ্জে ● বড়পুকুরিয়ায়
১৩১. দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে দৈনিক প্রায় কত মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা হয়? (জ্ঞান)
- ক) ১৫০০ ● ৩,০০০
গ) ৩,৫০০ ঘ) ৪,০০০
১৩২. বাংলাদেশের কোথায় পীটজাতীয় কয়লার সম্পদ পাওয়া গেছে? (জ্ঞান)
- ক) দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় ঘ) রংপুরের রানীপুকুরে

- খুলনার কোলাবিলে গ) সিলেটের হরিপুরে
১৩৩. বাংলাদেশের কোথায় বিটুমিনাস কয়লার সম্পদ পাওয়া গেছে? (জ্ঞান)
- ক) চন্দাবিলে ঘ) হরিপুরে
গ) কোলাবিলে ● নওগায়
১৩৪. বাংলাদেশের কোথা থেকে লিগনাইট জাতীয় কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে? (জ্ঞান)
- ক) ফুলবাড়ি গ) খালাসপীর
● বড়পুকুরিয়া ঘ) জামালগঞ্জ
১৩৫. দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় কোন খনিজ পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
- কঠিন শিলা ঘ) কয়লা
গ) প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ) খনিজ তেল
১৩৬. রংপুর জেলার রানীপুকুর ও শ্যামপুরে কোন খনিজ দ্রব্যের সম্পদ পাওয়া গেছে? (জ্ঞান)
- কঠিন শিলা গ) কয়লা
গ) প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ) খনিজ তেল
১৩৭. বৈদেশিক সহযোগিতায় কঠিন শিলা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে কোথা থেকে? (অনুধাবন)
- ক) দিনাজপুরের মধ্যপাড়া গ) খুলনার কোলাবিল
গ) ফরিদপুরের বাঘিয়াবিল ● রংপুরের রানীপুকুর
১৩৮. বিশেষজ্ঞগণের মতে রানীপুকুর শিলা খনি থেকে বছরে কত লব টন শিলা উত্তোলন করা যাবে? (জ্ঞান)
- ১৭ ঘ) ১৮
গ) ১৯ ঘ) ২০
১৩৯. ২০১২ পর্যন্ত দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কঠিন শিলার খনি থেকে কত লব মেট্রিক টন পাথর উত্তোলিত হয়? (জ্ঞান)
- ১,৮১১ ঘ) ২৭০০
গ) ৩০০০ ঘ) ৩২০০
১৪০. বাংলাদেশের শিল্প-কারখানায় মূলত কী ব্যবহৃত হয়? (অনুধাবন)
- ক) খনিজ তেল গ) কয়লা
● প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ) বিদ্যুৎ
১৪১. কোন খনিজটি সার কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
- প্রাকৃতিক গ্যাস গ) চূনাপাথর
গ) চীনা মাটি ঘ) কঠিন শিলা
১৪২. ফেঞ্চুগঞ্জের সার কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়? (অনুধাবন)
- হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস গ) তিতাসের প্রাকৃতিক গ্যাস
গ) বরমচালের প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ) বিবীয়ানার প্রাকৃতিক গ্যাস
১৪৩. ঘোড়াশালের সার কারখানায় ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস কোথা থেকে সরবরাহ করা হয়? (জ্ঞান)
- ক) সিলেটের হরিপুর গ) মৌলভীবাজারের বরমচাল
● ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস ঘ) কুমিল্লার জালালাবাদ
১৪৪. চা বাগানগুলো কোন গ্যাসবেত্রের ওপর নির্ভরশীল? (জ্ঞান)
- ক) মৌলভীবাজারের ● রশিদপুরের
গ) তিতাস গ্যাসের ঘ) বিবীয়ানার
১৪৫. সিম্পিরগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস কোথা থেকে সরবরাহ করা হয়? (জ্ঞান)
- ক) সিলেটের হরিপুর ● ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস
গ) মৌলভীবাজারের বরমচাল ঘ) রংপুরের রানীপুকুর
১৪৬. ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কোনটি জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
- প্রাকৃতিক গ্যাস গ) কয়লা
গ) খনিজ তেল ঘ) ডিজেল
১৪৭. সিমেন্টের কাঁচামাল হিসেবে কোনটি ব্যবহৃত হয়? (অনুধাবন)
- ক) কঠিন শিলা গ) সিলিকা
● প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ) শ্বেতমৃৎকা
১৪৮. লাকড়ির পরিপূরক হিসেবে কী ব্যবহৃত হতে পারে? (অনুধাবন)
- ক) কঠিন শিলা ● কয়লা
গ) কাঠ ঘ) সিমেন্ট
১৪৯. বাংলাদেশের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কোন খনিজ ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
- ক) চূনাপাথর গ) কঠিন শিলা



১৬৪. কোন বেত্রে গ্যাসের ব্যবহার সর্বাধিক?

- ক) শিল্প
খ) বিদ্যুৎ
গ) সার
ঘ) গৃহস্থালি

১৬৫. কোন বেত্রে গ্যাস ব্যবহারের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে?

- ক) বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনে
খ) সার ও গৃহস্থালি কাজে
গ) গৃহস্থালি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে
ঘ) সার ও শিল্প উৎপাদনে

১৬৬. গ্যাসের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে –

- i. বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনে
ii. শিল্প ও গৃহস্থালি কাজে
iii. বিদ্যুৎ ও গৃহস্থালি কাজে
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i
খ) ii
গ) iii
ঘ) i, ii ও iii

→ বাংলাদেশের প্রধান শিল্প → বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৫১

At a Glance

- কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত- শিল্পায়ন।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান- ২৯ ভাগ।
- নারায়ণগঞ্জের আদমজীনগরে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়- ১৯৫১ সালে।
- বাংলাদেশে পাটকলের সংখ্যা ২০৫টি
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প- কার্পাস বয়নশিল্প।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া- বস্ত্রশিল্পের অনুকূল।
- বাংলাদেশের চন্দ্রঘোনা প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয় - ১৯৫৩ সালে।
- বর্তমানে দেশে সার উৎপাদন করা হচ্ছে- ১৭টি সার কারখানা থেকে।
- পোশাক শিল্পে বিনিয়োগ করেছে- জাপান, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ।
- চট্টগ্রাম ও ঢাকার ইপিজেডে নির্মিত হয়েছে- দুটি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার।

১৬৭. কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত কী?

- ক) নগরায়ণ
খ) বনায়ন
গ) শিল্পায়ন
ঘ) উন্নয়ন

১৬৮. আদমজী পাটকল কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

- ক) ১৯৪১
খ) ১৯৪৭
গ) ১৯৫১
ঘ) ১৯৫৭

১৬৯. ১৯৫৩ সালে আদমজী পাটকল কতটি তাঁত নিয়ে যাত্রা শুরুর করে?

- ক) ৫০০
খ) ১,০০০
গ) ১,৫০০
ঘ) ১,২০০

১৭০. কোন কোন দেশ বাংলাদেশের পাটের প্রধান ক্রেতা?

- ক) যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য
খ) ইরান ও মিশর
গ) পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা
ঘ) ইতালি ও জার্মানি

১৭১. বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কোনটি?

- ক) পাট
খ) চিনি
গ) বস্ত্র
ঘ) সার

১৭২. বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান বস্ত্র বয়নশিল্পের কেন্দ্র কোথায়?

- ক) চট্টগ্রাম
খ) কুমিল্লা

১৭৩. গাজীপুর জেলার টঙ্গী, জয়দেবপুর ও কালাীগঞ্জে কোন শিল্প গড়ে উঠেছে?

- ক) চিনি
খ) কাগজ
গ) বস্ত্র
ঘ) সার

১৭৪. নরসিংদী জেলার বাবুরহাটে কোন শিল্প গড়ে উঠেছে?

- ক) কাগজ
খ) পাট
গ) বস্ত্র
ঘ) সার

১৭৫. বাংলাদেশের সূতা ও বস্ত্রকলগুলো কী ধরনের তুলা ও সূতা দিয়ে পরিচালিত হয়?

- ক) আমদানিকৃত
খ) স্থানীয়
গ) দেশীয়
ঘ) রপ্তানিকৃত

১৭৬. বাংলাদেশ বস্ত্রকলের চাহিদা মেটাতে কোন দেশ থেকে তুলা ও সূতা আমদানি করে থাকে?

- ক) শ্রীলঙ্কা ও নেপাল
খ) যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা
গ) ইরান ও তুরস্ক
ঘ) জাপান ও ভারত

১৭৭. বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কল কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

- ক) চন্দ্রঘোনা
খ) চট্টগ্রামে
গ) চট্টগ্রামে
ঘ) ঢাকায়

১৭৮. ১৯৫৩ সালে রাঙামাটি জেলার চন্দ্রঘোনাতে দেশের সর্বপ্রথম কাগজ কল স্থাপনের পিছনে কী কারণ নিহিত ছিল?

- ক) সহজলভ্য শ্রমিক প্রাপ্তি
খ) যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত
গ) সহজলভ্য কাঁচামাল প্রাপ্তি
ঘ) বাজার ব্যবস্থা অনুকূল

১৭৯. বাংলাদেশে বর্তমানে কতটি কাগজ ও বোর্ড কারখানা রয়েছে?

- ক) ৬
খ) ৮
গ) ১০
ঘ) ১১

১৮০. উত্তরবঙ্গ কাগজকল কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক) খুলনা
খ) পাবনা
গ) রাজশাহী
ঘ) সিরাজগঞ্জ

১৮১. বাংলাদেশে কোথায় মণ্ড ও কাগজ কল স্থাপিত হয়েছে?

- ক) সিলেটের ছাতকে
খ) নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুরে
গ) পাবনার পাকশীতে
ঘ) চট্টগ্রামের হালিশহরে

১৮২. নারায়ণগঞ্জের কাগজ কল কোনটি?

- ক) আদমজী
খ) কর্ণফুলি
গ) বসুমধরা
ঘ) বাংলা

১৮৩. বাংলাদেশের একমাত্র নিউজপ্রিন্ট কারখানাটি কোথায় অবস্থিত?

- ক) পাবনায়
খ) খুলনায়
গ) সিলেটে
ঘ) চট্টগ্রামে

১৮৪. বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

- ক) ১৯৪৮
খ) ১৯৫৭
গ) ১৯৫১
ঘ) ১৯৬৫

১৮৫. বর্তমানে বাংলাদেশে সার কারখানা কতটি?

- ক) ১৬
খ) ১৫
গ) ১৭
ঘ) ১৯

১৮৬. বাংলাদেশের ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা কোথায় অবস্থিত?

- ক) নরসিংদীতে
খ) ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়
গ) চট্টগ্রামে
ঘ) নারায়ণগঞ্জে

১৮৭. ফসফরাস ঘটিত রাসায়নিক সার কোনটি?

- ক) গম্বক সার
খ) আয়রন সার
গ) অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট
ঘ) ট্রিপল সুপার ফসফেট

১৮৮. যমুনা সার কারখানা কোথায় স্থাপিত হয়েছে?

- ক) চট্টগ্রাম জেলার কাপ্তানঘাটে
খ) জামালপুর জেলার তারাকান্দিতে
গ) নারায়ণগঞ্জ জেলার মুড়াপাড়ায়
ঘ) পাবনা জেলার পাকশীতে

১৮৯. ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় কী উৎপন্ন হয়?

- ক) জিঙ্ক ফসফেট
খ) অ্যামোনিয়াম সালফেট

১১০. অ্যামোনিয়াম সালফেট সার কোন কারখানা থেকে উৎপন্ন হয়? (অনুধাবন)
- ক) মিউরেট অব পটাশ খ) ক্যালসিয়াম সালফেট
 গ) যমুনা সার কারখানায় ঘ) ঘোড়াশাল সার কারখানায়
 ঙ) আশুগঞ্জ সার কারখানায় ● ফেঞ্চগঞ্জ সার কারখানায়
১১১. বাংলাদেশ কোন শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে? (জ্ঞান)
- ক) চামড়া ● তৈরি পোশাক
 গ) হস্তজাত শিল্প ঘ) পাট ও পাটজাত দ্রব্য
১১২. ঢাক্স অঞ্চল কত ভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে? (জ্ঞান)
- ক) ২৫ খ) ৫০
 গ) ৭৫ ঘ) ৯০
১১৩. ২০১২-১৩ সালে বাংলাদেশ পোশাক শিল্প থেকে কত মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে? (জ্ঞান)
- ক) ৬৭০৯ খ) ৭৬৯১
 গ) ৮০৯০ ঘ) ৮৩২৫
১১৪. ২০১২-২০১৩ সালে রপ্তানি আয়ের শতকরা কত ভাগ তৈরি পোশাকের মাধ্যমে আসে? (জ্ঞান)
- ক) ৩১.১৩ খ) ৩৮.৩৯
 গ) ৪১.১০ ঘ) ৫৬.৩৭
১১৫. ঢাকায় পোশাক শিল্প গড়ে ওঠার প্রধান কারণ কী? (অনুধাবন)
- ক) পরিবহন সুবিধা খ) উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া
 গ) স্থানীয় ব্যাপক চাহিদা ● শ্রমিকের সহজলভ্যতা
১১৬. 'বিলিয়ন ডলার' শিল্প নামে খ্যাত কোন শিল্প? (অনুধাবন)
- ক) পোশাক শিল্প খ) বস্ত্র শিল্প
 গ) কাগজ শিল্প ঘ) ওষুধ শিল্প
১১৭. বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের পর্যালোচনা থেকে কী দেখা যায়? (উচ্চতর দর্পতা)
- ক) পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে
 খ) মানুষের জীবনযাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক অশান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে
 গ) বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের অর্থনীতি সবল হয়েছে
 ঘ) পুরুষ-নারী বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

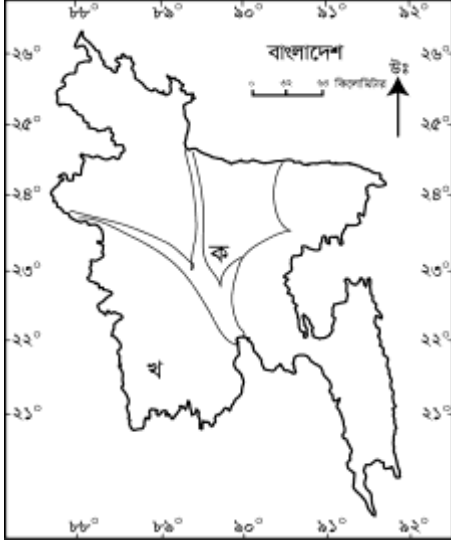
১১৮. বাংলাদেশে পাটশিল্প গড়ে ওঠার কারণ— (উচ্চতর দর্পতা)
- i. কাঁচামালের প্রাচুর্য
 ii. বিশ্ববাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা
 iii. আর্দ্র জলবায়ু
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক) i ও ii খ) i ও iii
 গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
১১৯. বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্প গড়ে ওঠার পেছনে কারণ — (উচ্চতর দর্পতা)
- i. কাঁচামাল আমদানির সুবিধা
 ii. দ্রব ও সুলভ শ্রমিক
 iii. স্থানীয় ব্যাপক বাজার
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক) i ও ii খ) i ও iii
 গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
২০০. চট্টগ্রাম অঞ্চলে বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছে— (অনুধাবন)
- i. ফৌজদারহাট ও হালিশহরে
 ii. ষোলশহর ও কাপ্তানঘাটে
 iii. পাঁচলাইশ ও জুবলী রোডে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক) i ও ii খ) i ও iii
 গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
২০১. বাংলাদেশকে প্রতি বছর সুতা ও বস্ত্র আমদানি করতে হয়। কারণ— (প্রয়োগ)
- i. বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ

- ii. বাংলাদেশে উৎপাদিত সুতা ও বস্ত্র নিম্নমানের
 iii. বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক) i ও ii খ) i ও iii
 গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২০২. বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন— (প্রয়োগ)
- i. পর্যাপ্ত ও নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ
 ii. কাঁচামালের সুলভ সরবরাহ
 iii. বিশ্ববাজারে সৃষ্টি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক) i ও ii খ) i ও iii
 গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
২০৩. বাংলাদেশে সার শিল্প গড়ে ওঠার কারণ— (উচ্চতর দর্পতা)
- i. সহজলভ্য কাঁচামাল
 ii. স্থানীয় বিদ্যুৎ শক্তি
 iii. সুলভ শ্রমিক
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক) i ও ii খ) i ও iii
 গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
২০৪. বাংলাদেশে পোশাক শিল্প গড়ে ওঠার কারণ — (প্রয়োগ)
- i. অনেক শ্রমিক পাওয়া যায়
 ii. বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে
 iii. অনুকূল জলবায়ু, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক) i ও ii খ) i ও iii
 গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
২০৫. বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে বিনিয়োগ করেছে এমন দেশ— (প্রয়োগ)
- i. জাপান, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র
 ii. যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম
 iii. ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক) i ও ii খ) i ও iii
 গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮১ ও ১৮২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- নীলার বাবা চট্টগ্রামস্থ আমিন জুট মিলস লিমিটেডের একজন কর্মকর্তা। আগ্রহের বশে সে একদিন তার বাবার কর্মস্থলে যায়।
২০৬. নীলার দেখা শিল্পের প্রধান কেন্দ্র কোনটি? (প্রয়োগ)
- ক) ঢাকা খ) চৌমুহনী
 গ) ডেমরা ঘ) পাবনা
২০৭. উক্ত মিলে উৎপাদিত পণ্য — (উচ্চতর দর্পতা)
- i. চট, বস্তা, কার্পেট
 ii. দড়ি, ব্যাগ, ম্যাট
 iii. মোটা কাপড়, সূক্ষ্ম কাপড়, চট
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক) i ও ii খ) i ও iii
 গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
- নিচের মানচিত্র থেকে ১৮৩ ও ১৮৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২০৮. ক চিহ্নিত স্থানে কী ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছে? (প্রয়োগ)

- Ⓐ চিনি ও কাগজ শিল্প Ⓡ সার ও সিমেন্ট শিল্প
Ⓡ কাগজ ও সিমেন্ট শিল্প ● বস্ত্র ও পাট শিল্প

২০৯. খ স্থানে কাগজ ও বোর্ড কারখানা গড়ে ওঠার কারণ— (উচ্চতর দর্শন)

- i. পর্যাপ্ত কাঁচামালের প্রাচুর্য
ii. সুলভ শ্রমিক প্রাপ্তি
iii. সরকারি উদ্যোগ
নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓡ i ও iii
Ⓡ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৫ ও ১৮৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্ররা শিবা সফরে চন্দ্রঘোনায় যায়। সেখানে কাগজ কল পরিদর্শন করে তারা অনেক তথ্য লাভ করে।

২১০. ছাত্ররা যে কাগজ মিলে যায় তার নাম কী? (প্রয়োগ)

- Ⓐ বসুন্ধরা কাগজ মিল Ⓡ শাহজালাল কাগজ কল
● কর্ণফুলী কাগজ কল Ⓡ কাপ্তাই বোর্ড মিলস

২১১. উক্ত কাগজ কলের কাঁচামাল— (উচ্চতর দর্শন)

- i. স্থানীয় বাঁশ
ii. আখের ছেবড়া
iii. বেত
নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii ● i ও iii
Ⓡ ii ও iii Ⓡ i, ii ও iii

➔ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প ➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৫৪

At a Glance

- প্রাকৃতিক ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ- বাংলাদেশ।
- সপ্তম শতাব্দীতে বাংলাদেশে আসেন- প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক কবি হিউয়েন সাং।
- প্রাকৃতিক ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশে পর্যটনের জন্য- পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুময় সমুদ্রসৈকত, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, সেন্টমার্টিন দ্বীপ প্রকৃতিগতভাবেই এখানে বিদ্যমান।
- পর্যটন শিল্পে- বাংলাদেশ আজও প্রাথমিক স্তরে অবস্থান করছে।
- ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় শিল্পনীতিতে- পর্যটন শিল্পকে অগ্রাধিকার শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
- পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে- আয়, কর্মসংস্থান ও জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধি করা যায়।
- ঢাকার পর্যটনস্থানসমূহ- সাতগঞ্জ মসজিদ, বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ, লালবাগা দুর্গ, আহসান মঞ্জিল যাদুঘর, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
- পূর্ববঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ- সিলেটের জাফলং এ জৈন্তা পাহাড়, মৌলভীবাজারে মাধবকুন্ড জলপ্রপাত, কুমিল্লার ময়নামতি বৌদ্ধ ও শালবন বিহার, হাতিয়া ও নিখুম দ্বীপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
- উত্তরবঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ -রাজশাহী বরেন্দ্র যাদুঘর, নাটোরের উত্তরা গণবন, শিবগঞ্জের সোনা মসজিদ, দিনাজপুরের কান্তজি মন্দির ইত্যাদি।

- দরিপবঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ- পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, হিমছড়ি, সোনাদিয়া দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১২. কত শতাব্দীতে হিউয়েন সাং বাংলাদেশে আসেন? (জ্ঞান)
Ⓐ ষষ্ঠ ● সপ্তম
Ⓡ অষ্টম Ⓡ নবম
২১৩. সপ্তম শতাব্দীতে কোন বিখ্যাত পরিব্রাজক এই জনপদের সুস্বাদু সৌন্দর্য কুয়াশা ও পানির অন্তরায় থেকে ক্রমশ উন্মোচিত হতে দেখেছিলেন? (জ্ঞান)
Ⓐ ফেইসিন ● হিউয়েন সাং
Ⓡ ফা-হিয়েন Ⓡ টলেমি
২১৪. বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে বিরাট সম্ভাবনাময় বৈশিষ্ট্য হিসেবে কেন চিহ্নিত করা হয়? (অনুধাবন)
● মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের জন্য
Ⓡ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য
Ⓡ দীর্ঘতম বালুময় সমুদ্র সৈকতের জন্য
Ⓡ ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের জন্য
২১৫. ২০০৯ সালে পর্যটন শিল্প থেকে কত আয় হয়? (জ্ঞান)
Ⓐ ৫৫৩০ মিলিয়ন টাকা Ⓡ ৫৫৩০.৬০ মিলিয়ন টাকা
Ⓡ ৫৭৫২ মিলিয়ন টাকা ● ৫৭৬২.২৪ মিলিয়ন টাকা
২১৬. কত শতাব্দীতে সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মিত হয়? (জ্ঞান)
Ⓐ দ্বাদশ Ⓡ ত্রয়োদশ
Ⓡ পঞ্চদশ ● সপ্তদশ
২১৭. তারা মসজিদ কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
● ঢাকা Ⓡ টাঙ্গাইল
Ⓡ রাজশাহী Ⓡ নওগাঁ
২১৮. ভাওয়াল জমিদার বাড়ি কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
Ⓐ নারায়ণগঞ্জ Ⓡ নড়াইল
● গাজীপুর Ⓡ নোয়াখালী
২১৯. সোনারগাঁও কোথায়? (জ্ঞান)
Ⓐ ঢাকায় ● নারায়ণগঞ্জে
Ⓡ মানিকগঞ্জে Ⓡ পাহাড়পুরে
২২০. আটিয়া মসজিদ কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
Ⓐ নারায়ণগঞ্জ Ⓡ রাজশাহী
● টাঙ্গাইল Ⓡ নওগাঁ
২২১. মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর মাজার কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
● টাঙ্গাইল Ⓡ নারায়ণগঞ্জ
Ⓡ রাজশাহী Ⓡ নওগাঁ
২২২. দরিরামপুর কার স্মৃতিবিজড়িত এলাকা? (জ্ঞান)
Ⓐ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী
Ⓡ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
Ⓡ শাহ মখদুম (র)
● কবি কাজী নজরুল ইসলাম
২২৩. বরেন্দ্র জাদুঘর কোথায়? (জ্ঞান)
Ⓐ বগুড়ায় Ⓡ নওগাঁয়
● রাজশাহীতে Ⓡ দিনাজপুরে
২২৪. সোনা মসজিদ কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
● চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে Ⓡ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুরে
Ⓡ রাজশাহী জেলার পত্নীতলায় Ⓡ নাটোর জেলার দিঘাপতিয়ায়
২২৫. উত্তরা গণবন কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
● নাটোর Ⓡ উত্তরা
Ⓡ ঢাকা Ⓡ নওগাঁ
২২৬. বৌদ্ধ বিহার কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
Ⓐ নাটোরের দিঘাপতিয়ায় ● নওগাঁর পাহাড়পুরে
Ⓡ যশোরের সাগরদাড়িতে Ⓡ দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির
২২৭. শাহ সুলতান বলখী (র)-এর মাজার কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
Ⓐ কুষ্টিয়ায় ● বগুড়ায়

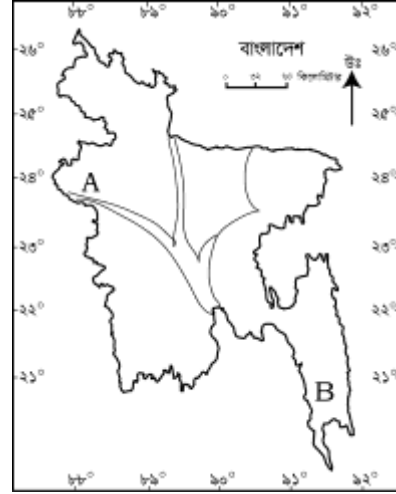
২২৮. কান্দিজির মন্দির কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
 ● দিনাজপুরে ② সিলেটে
 ● ময়মনসিংহে ③ মাদারীপুরে
 ● নেত্রকোণায় ④ পিরোজপুরে
২২৯. রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
 ● চট্টগ্রামে ② কুষ্টিয়ায়
 ● সাতবীরায় ③ পিরোজপুরে
২৩০. কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান কোথায়? (জ্ঞান)
 ● যশোরের সাগরদাড়িতে ② কুষ্টিয়া সদরে
 ● খুলনার দৌলতপুরে ③ যশোরের মনিরামপুরে
২৩১. চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের 'শিশু স্বর্গ' ও 'আর্ট গ্যালারি' কোন নদীর তীরে অবস্থিত? (জ্ঞান)
 ● করতোয়া ② চিত্রা
 ● কর্ণফুলী ③ পদ্মা
২৩২. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
 ● চুয়াডাঙ্গা ② মেহেরপুর
 ● যশোর ③ কুষ্টিয়া
২৩৩. কুয়াকাটা কিসের জন্য বিখ্যাত? (জ্ঞান)
 ● মাছের ঘের ② ডাব ও নারিকেল
 ● সমুদ্র সৈকত ③ রাখাইন বসতি
২৩৪. সুন্দরবনে কোন শিল্পের অপার সম্ভাবনা রয়েছে? (জ্ঞান)
 ● মৎস্য ② বনজ
 ● পর্যটন ③ জাহাজ
২৩৫. চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের 'শিশু স্বর্গ' ও 'আর্ট গ্যালারি' কোন নদীর তীরে অবস্থিত? (জ্ঞান)
 ● করতোয়া ② চিত্রা
 ● কর্ণফুলী ③ পদ্মা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩৬. পর্যটন শিল্প অবদান রাখতে পারে— (উচ্চতর দরজা)
 i. সামাজিক গতিশীলতায়
 ii. পরিবেশগত উন্নয়নে
 iii. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ② i ও iii
 ● i, ii ও iii ③ ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের মানচিত্রটি দেখে ২১৪ ও ২১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৩৭. A স্থানের পর্যটন স্পট কোনটি? (প্রয়োগ)

- বরেন্দ্র জাদুঘর ও শাহ মখদুম (র) মাজার
 ● লালন শাহের মাজার ও রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি
 ● মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ ও ষাট গম্বুজ মসজিদ
 ● প্রাকৃতিক ঝরনা ও বৌদ্ধবিহার

২৩৮. B স্থানের আকর্ষণ হলো— (উচ্চতর দরজা)

- i. জোয়ার ভাটার দৃশ্য
 ii. ইনানি বিচ ও কোলাতলি বিচ
 iii. সবুজ ঘেরা পাহাড়
 নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ② i ও iii
 ● i, ii ও iii ③ ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১৬ ও ২১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দশম শ্রেণির ছাত্ররা স্কুলের শিবা সফরে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে গেল। সেখানে বহু লোকের সাথে পরিচিত হলো। সমুদ্রে গোসল করে তারা অভিভূত হলো।

২৩৯. ছাত্রদের শিবা সফরের স্থানটিতে এত লোকের সমাগম ঘটান কারণ কী? (প্রয়োগ)

- সমুদ্র তট ② শিল্প শহর
 ● শিবা কেন্দ্র ③ পর্যটন স্থান

২৪০. ছাত্রদের অর্জন— (উচ্চতর দরজা)

- i. মিলেমিশে থাকার আনন্দ লাভ
 ii. সতর্ক আচরণ করতে শেখা
 iii. প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা
 নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ② i ও iii
 ● i, ii ও iii ③ ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১ ▶▶

স্ক্রু ও বৃহৎ শিল্প

দৃশ্যকল্প-১ : রশিদ সাহেব তার গ্রামের বাড়ি কাজীপুরে ৬০টি তাঁত নিয়ে একটি কারখানা গড়ে তুলেছেন। সেখানে তার গ্রামের নারী পুরুষেরা কাজ করে।

দৃশ্যকল্প-২ : মামুন সাহেব ৬ কোটি টাকা মূলধনে সাতারের একটি পোশাক শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানকার উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করেন।

[স. বো. '১৫]



- ক. বাংলাদেশে কয়টি গ্যাস বেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে? ১
 খ. বনজ সম্পদ রবায় কয়লার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. আকার অনুযায়ী রশিদ সাহেবের শিল্পটি কী ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. দৃশ্যকল্প- ১ ও দৃশ্যকল্প-২ এর মধ্যে কোন শিল্পটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিক ভূমিকা রাখে?— ৪
 উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

১ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

ক বাংলাদেশে ২৫টি গ্যাসবেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

খ বনজ সম্পদ রবায় কয়লা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কয়লা জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের ও লাকড়ির পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন— বাংলাদেশে বর্তমানে বড়পুকুরিয়া থেকে উত্তোলিত কয়লার ৬৫ শতাংশ বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশিষ্ট ৩৫ শতাংশ কয়লা ব্যবহৃত হচ্ছে ইটভাটা, কলকারখানা সহ অন্যান্য খাতে সরাসরি কাঠ বা লাকড়ি পোড়ালে পরিবেশের যে দূষণ হয় কয়লা ব্যবহার করলে সেই দূষণ হয় না। এভাবে বনজ সম্পদ রবা ও দূষণ রোধে কয়লা প্রাকৃতিক পরিবেশ রবায় সাহায্য করে।

গ আকার অনুযায়ী রশিদ সাহেবের শিল্পটি ক্ষুদ্র শিল্প। সাধারণত শিল্পের আকার অনুসারে একে তিন ভাগের ভাগ করা যায়। যথা: ১. ক্ষুদ্র শিল্প, ২. মাঝারি শিল্প, ৩. বৃহৎ শিল্প। এর মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পে কম শ্রমিক ও স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন হয়। এ শিল্পে শ্রমিক ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ও উপকরণের সাহায্যে সম্পন্ন করে থাকে। কম কাঁচামালে স্বল্প উৎপাদন করা হয়। এই ধরনের শিল্পগুলো গ্রাম ও শহর এলাকায় ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে ওঠে, যেমন— তাঁত শিল্প, বেসরকারি কারখানা, ডেইরি ফার্ম প্রভৃতি। উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ রশিদ সাহেব তার গ্রামের বাড়ি কাজীপুরে ৬০টি তাঁত নিয়ে ব্যক্তি উদ্যোগে একটি কারখানা গড়ে তুলেছেন। সেখানে তার গ্রামের নারী পুরবয়েরা কাজ করে। সুতরাং আকার অনুযায়ী রশিদ সাহেবের শিল্পটি ক্ষুদ্র শিল্প।

ঘ দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এর মধ্যে দৃশ্যকল্প-২ এর বৃহৎ শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিক ভূমিকা রাখে। দৃশ্যকল্প-১ ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং দৃশ্যকল্প-২ ও বৃহৎ শিল্প নির্দেশিত হয়েছে। দৃশ্যকল্প-২ এ দেখা যায় মামুন সাহেব ৬ কোটি টাকা মূলধনে সাভারে একটি পোশাক শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে বৃহৎ শিল্প সাধারণত শহরের কাছাকাছি গড়ে ওঠে এবং এতে প্রচুর শ্রমিক ও মূলধনের প্রয়োজন হয়। এ আলোকে দৃশ্যকল্প-২ এর শিল্পটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৃহৎ শিল্পের ভূমিকা ব্যাপক। এই শিল্পের ব্যাপক অবকাঠামো, প্রচুর শ্রমিক ও বিশাল মূলধনের প্রয়োজন হয়। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, বৈদেশিক মুদ্রার আয় এবং হাজার হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে বৃহৎ শিল্পের মধ্য দিয়ে। সরকার ও দেশের উন্নয়নে রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্পের ওপর জোর দিচ্ছে। উদ্দীপকেও দেখা যায় দৃশ্যকল্প-২ এ মামুন সাহেব তার পোশাক শিল্প কারখানার উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করেন। অন্যদিকে দৃশ্যকল্প-১ এর ক্ষুদ্র শিল্প বেকারত্ব দূরীকরণে কিছুটা ভূমিকা রাখলেও জাতীয় অর্থনীতিতে অপেক্ষাকৃত নগণ্য ভূমিকা পালন করে। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এর মধ্যে অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে বৃহৎ শিল্পই অধিক ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন- ২ ▶▶

বাংলাদেশের পাট, ইক্ষু ও চা উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ

নিচের ছকটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অর্থকরী ফসল	নাম
A	পাট
B	ইক্ষু
C	চা

[নেত্রকোনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

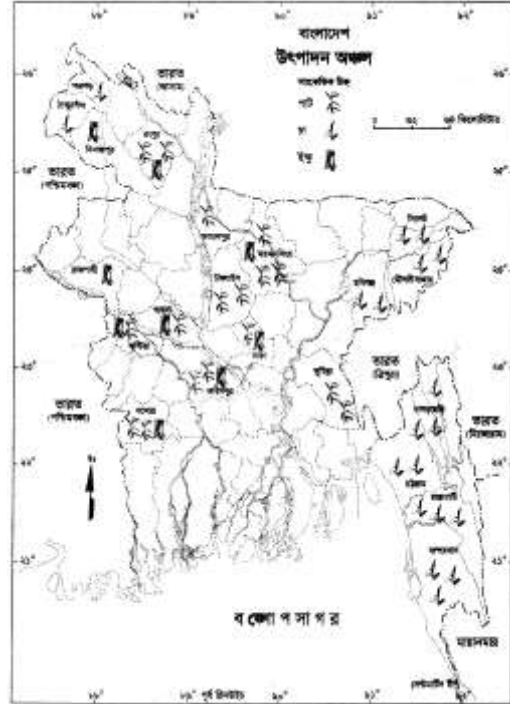
- ক.** বাংলাদেশে কী কী খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়? ১
- খ.** বাংলাদেশে ধান চাষের উপযোগী অবস্থা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ.** বাংলাদেশের একটি মানচিত্র অঙ্কন করে A, B ও C অর্থকরী ফসল কোন অঞ্চলে ভালো জন্মে তা চিহ্নিত কর। ৩
- ঘ.** উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসলটির উৎপাদন অঞ্চল ও চাষের উপযোগী অবস্থা বর্ণনা কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ধান, গম, ডাল, তেলবীজ, আলু, ভুট্টা, সবজি, ফলমূল ইত্যাদি খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়।

খ নদী অববাহিকার পলিমাটি ধান চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এজন্য বাংলাদেশের সর্বত্রই ধান জন্মে। ধান চাষের জন্য ১৬° থেকে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন। ১০০ থেকে ২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপ্ৰবণ এলাকায় ধানের ফলন ভালো হয়। বাংলাদেশে প্রায় সারাবছরই এরূপ তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত বিরাজ করায় ধান চাষের উপযোগী অবস্থা বিদ্যমান।

গ নিচে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র অঙ্কন করে হকের A, B, C তথা পাট, ইক্ষু ও চা উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করা হলো :

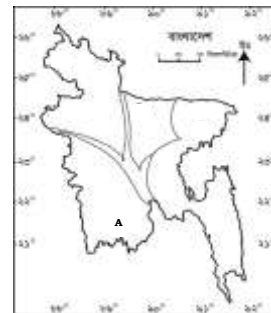


চিত্র : বাংলাদেশের পাট, ইক্ষু ও চা উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল হলো পাট যা A দ্বারা চিহ্নিত। রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, যশোর, ঢাকা, কুষ্টিয়া, জামালপুর, টাঙ্গাইল, পাবনা প্রভৃতি জেলায় পাট উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে সাধারণত দুই শ্রেণির পাট চাষ হয়, দেশি এবং তোষা পাট। পাট উষ্ণ অঞ্চলের ফসল। পাট চাষের জন্য অধিক তাপমাত্রা (২০° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস) এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের (১৫০ থেকে ২৫০ সেন্টিমিটার) প্রয়োজন হয়। নদীর অববাহিকার পলিযুক্ত দোআঁশ মাটি পাট চাষের জন্য বিশেষ সহায়ক।

প্রশ্ন- ৩ ▶▶

সুন্দরবন



চিত্র : বাংলাদেশের বনাঞ্চল

[দি বাডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]

?

- ক. সুন্দরবনে কী কী উদ্ভিদ জন্মে? ১
- খ. রাঙামাটিতে কাগজের মিল গড়ে উঠেছে কেন? ২
- গ. A চিহ্নিত বনাঞ্চলের বনজসম্পদ কমে গেলে আমাদের দেশে এর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্যই A অঞ্চলের বনাঞ্চল দেশের অন্য বনগুলো থেকে আলাদা-আলোচনা কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ✎

ক সুন্দরবনে সুন্দরী, গরান, গেওয়া, ধুন্দল, কেওড়া, গোলপাতা ইত্যাদি উদ্ভিদ জন্মে।

খ রাঙামাটিতে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাবরা গাছের বনভূমি বিস্তৃত। এই বনে প্রচুর বাঁশ জন্মে। এই বাঁশ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে রাঙামাটির কাশতাইয়ে কর্ণফুলী কাগজের মিল গড়ে উঠেছে।

গ A চিহ্নিত বনাঞ্চল হলো সুন্দরবন। গোলপাতা ও সুন্দরী গাছ সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য গাছ। গোলপাতা দরিণ অঞ্চলের লোকেরা ঘরের চালা ও বেড়া তৈরিতে ব্যবহার করে। সুন্দরী কাঠকে হার্ডবোর্ড মিলে ব্যবহার করা হয় কাঁচামাল হিসেবে। সুন্দরবন থেকে প্রচুর পরিমাণ মধু পাওয়া যায়। এছাড়া সুন্দরবনের ব্রহ্মরাজি প্রাকৃতিক দুর্যোগ- ঝড়, তুফান, জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে। সুতরাং এই বনের বনজসম্পদ কমে গেলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এছাড়া আমরা নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হব।

ঘ A অঞ্চলের সুন্দরবন একটি লোনা মাটির বন। এটিকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। এ বনের গাছপালার বৈশিষ্ট্য দেশের অন্যান্য বনের গাছ থেকে আলাদা। সুন্দরবনের গাছে শ্বাসমূল নামে এক ধরনের বিশেষ মূল আছে। এ মূলের সাহায্যে বৃদ্ধি শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে। প্রতিদিন জোয়ার ভাটার ফলে ভূমি পরাবিত থাকে। জোয়ার-ভাটার স্রোতে যাতে ফল ও বীজ ভেসে না যেতে পারে তাই বনের বেশ কিছু গাছে জরায়ুজ অজরোদগম হয় এবং ফলটি বীজসহ মাটিতে গুঁথে থেকে যায়। এছাড়া এ বনের আর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ বনের প্রাণিকুল। বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, বানর, কুমির ও বন্যশূকর এ বনাঞ্চলের প্রাণিকুল। এ বনটির ভৌগোলিক অবস্থান, এর গাছগুলোর অভিযোজনে বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য ও প্রাণিকুলের জন্য সুন্দরবন আমাদের দেশের অন্যান্য বনাঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রশ্ন- ৪ ▶▶

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

দুই কক্ষ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ নিয়ে আলোচনা করছে—

জামাল : প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদ হিসেবে তেল-গ্যাস, কয়লা ও কঠিন শিলা গুরুত্বপূর্ণ।

একরাম : দেশের এই খনিজ সম্পদসমূহের অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং বিতরণের মধ্যে সমন্বয় আনয়ন করলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

[খড়িয়্যা এ জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নড়াইল]

?

- ক. কত সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে তেল পাওয়া গেছে? ১
- খ. এককভাবে জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা কিভাবে হ্রাস করা যায়? ২
- গ. মানচিত্রে উদ্দীপকের খনিজ সম্পদসমূহ চিহ্নিত কর। ৩
- ঘ. জামালের উল্লিখিত খনিজ সম্পদগুলোর ব্যবহার ও

অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

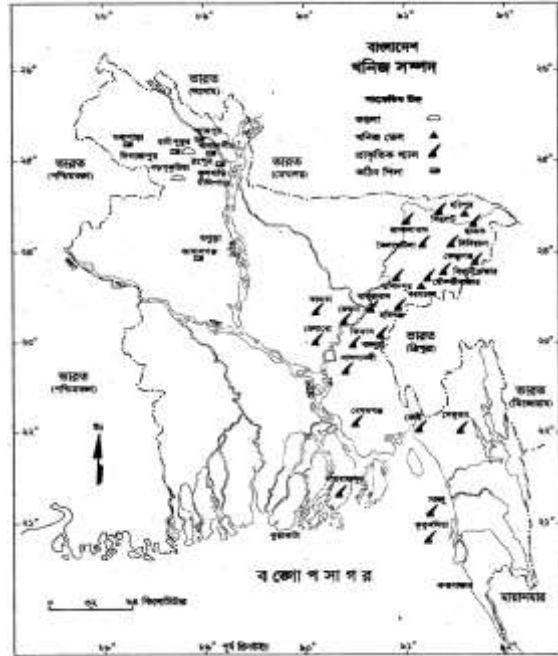
8

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ✎

ক ১৯৮৬ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে তেল পাওয়া গেছে।

খ জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের বিকল্প হিসেবে খনিজ তেলও ব্যবহার করা যায়। খনিজ তেল পরিশোধিত করে গ্যাসোলিন, ডিজেল, গ্যাস, কেরোসিন, পিচ্ছিলকারক তেল, প্যারারফিন প্রভৃতি পাওয়া যায়। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি চালাতে পেট্রল ও ডিজেল ব্যবহার করা যায়। তেল কেন্দ্রগুলো থেকে পর্যাপ্ত তেল উত্তোলনের মাধ্যমে এককভাবে জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো যায়।

গ উদ্দীপকে জামাল ও একরামের কথোপকথনে খনিজ তেল, গ্যাস, কয়লা ও কঠিন শিলার উল্লেখ রয়েছে। মানচিত্রে উক্ত খনিজ সম্পদগুলো চিহ্নিত করা হলো :



ঘ উদ্দীপকে জামালের উল্লিখিত খনিজ সম্পদগুলো হলো তেল, গ্যাস, কয়লা ও কঠিনশিলা। খনিজসম্পদগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো :

- ১. তেল** : বাংলাদেশের সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে তেল পাওয়া গেছে। এ কূপ থেকে দৈনিক প্রায় ৬০০ ব্যারেল অপরিিশোধিত তেল তোলা হচ্ছে। মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলবেত্র অবস্থিত। এ থেকে দৈনিক প্রায় ১,২০০ ব্যারেল তেল উত্তোলিত হয়।
- ২. প্রাকৃতিক গ্যাস** : বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭৩ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে থাকে। বর্তমানে ১৯টি গ্যাসবেত্রের ৮৩টি কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। এর অধিকাংশই দেশের উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত।
- ৩. কয়লা** : কলকারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি চালানোর জন্য কয়লা ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি হিসেবেও কয়লা ব্যবহৃত হয়। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আবিষ্কৃত মোট ৫টি কয়লাবেত্রে মজুত প্রায় ২৭০০ মিলিয়ন টন।

৪. **কঠিন শিলা** : রেলপথ, রাস্তাঘাট, গৃহ, সেতু, বাঁধ নির্মাণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে কঠিন শিলা ব্যবহৃত হয়। রংপুরের রানীপুকুর ও শ্যামপুর এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সম্ভব পাওয়া গেছে।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ৫ ▶▶

বাংলাদেশের ধান উৎপাদন ও খাদ্য

বাংলাদেশের শতকরা ৮০ জনেরও বেশি জনগোষ্ঠী কৃষিকাজে নিয়োজিত। কৃষকসমাজ প্রায় সারা বছরই ধান চাষে ব্যস্ত থাকেন। তবে প্রকৃতির উপর অতিমাত্রার নির্ভরশীলতার কারণে এদেশে মাঝে মাঝে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়।

- ক. খাদ্যশস্য কী? ১
- খ. বাংলাদেশের কৃষির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের খাদ্যশস্যটি বাংলাদেশে কেন প্রসার লাভ করেছে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতির কারণ উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

?

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শস্যের মাধ্যমে মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ হয় তাকে খাদ্যশস্য বলে।

খ বাংলাদেশের কৃষির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো “প্রকৃতি নির্ভরতা”— কারণ এ দেশের কৃষি কাজ ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, নদী ও জলসেচ দ্বারা প্রভাবিত।

গ উদ্দীপকের খাদ্যশস্যটি ধান। বাংলাদেশের সকল জেলায় ধান উৎপাদিত হয়। রংপুর, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, দিনাজপুর, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলে ধান চাষ বেশি হয়। বাংলাদেশে ধান উৎপাদন প্রসার লাভ করার কারণ—

বিস্তীর্ণ সমভূমি : মাটি নদীবিধৌত পলি দ্বারা গঠিত। মাটির উর্বরশক্তি অত্যন্ত বেশি যা ধান চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এ জন্য বাংলাদেশের সর্বত্রই ধান জন্মে।

জলবায়ু : ধান উৎপাদনে মৌসুমি জলবায়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ধান চাষের জন্য ১৬° থেকে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন। বাংলাদেশে সারা বছর ধরে প্রায়ই এ তাপমাত্রা বিদ্যমান। ধান চাষের অনুকূল জলবায়ু উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে।

বৃষ্টিপাত : ধান চাষের জন্য ১০০ থেকে ২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টির প্রয়োজন। বাংলাদেশের সর্বত্রই এ পরিমাণ বৃষ্টি হয়। প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও মৌসুমি জলবায়ু বিদ্যমান থাকায় ধান উৎপাদন বাংলাদেশে প্রসার লাভ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে বলা হয়েছে— প্রকৃতির উপর অতিমাত্রার নির্ভরশীলতার কারণে এদেশে মাঝে মাঝে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এর সাথে যে কারণগুলো জড়িত তা হলো :

প্রাচীন চাষ পদ্ধতি : বাংলাদেশের দারিদ্র্য, অশিবা ইত্যাদি কারণে এখনো প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদ হয়। যে কারণে উৎপাদন কম হয়। ফলে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়।

প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা : বাংলাদেশের কৃষি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। কোনো কোনো সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত বৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি হয়ে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করে। ফলে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়।

উন্নত সার ও বীজের অভাব : অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত উন্নত সার ও বীজের যথেষ্ট অভাব আছে। ফলে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়।

খন্ড-বিখন্ড ও বিচ্ছিন্ন কৃষিজমি : বাংলাদেশে পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে ভূমিগুলো খন্ড-বিখন্ড ও বিচ্ছিন্ন। কৃষিকে আধুনিক চাষের আওতায় এনে পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না।

পানি সেচের অভাব : খরা ও শুষক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি সেচের ব্যবস্থা না থাকায় প্রচুর জমি পতিত থাকে। যা খাদ্য ঘাটতির অন্যতম কারণ। সুতরাং আমাদের দেশে মাঝে মাঝে খাদ্য ঘাটতির জন্য প্রকৃতির উপর অধিক নির্ভরশীলতাই দায়ী।

প্রশ্ন- ৬ ▶▶

বাংলাদেশের গম উৎপাদন

খাদ্যশস্যের মধ্যে বাংলাদেশে গমের স্থান দ্বিতীয়। এটি শীতকালীন ফসল। গম উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে ৭.৩৫, ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে ৭.২৫, ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে ৮.৪৪ এবং ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ৯.০০ লব মেট্রিক টন গমের ফলন হয়।

[উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীচা-২০০৯]

- ক. বাংলাদেশে ধান চাষের জন্য কী ধরনের তাপমাত্রা প্রয়োজন? ১
- খ. উত্তরাঞ্চলে গম চাষ প্রসার লাভ করার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. অনুচ্ছেদে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের গম চাষের ওপর একটি স্তম্ভ চিত্র তৈরি কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের শস্য চাষে চাষিদের উৎসাহিত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় ব্যাখ্যা কর। ৪

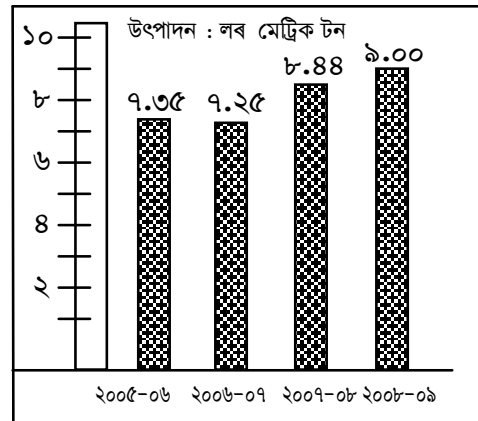
?

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ধান চাষের জন্য ১৬° থেকে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন হয়।

খ বিস্তীর্ণ সমভূমি, অনুকূল আবহাওয়া, একর প্রতি অধিক উৎপাদন ও শ্রমিকের সহজলভ্যতা উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোকে গম চাষের জন্য উপযোগী করেছে। সাধারণত গম চাষের জন্য ১৬° থেকে ২২° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ৫০ থেকে ৭৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে বৃষ্টিহীন শীত মৌসুমে পানি সেচের মাধ্যমে গম চাষ করা হয়।

গ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের গম চাষের স্তম্ভ চিত্র তৈরি করা হলো :



চিত্র : বাংলাদেশের গম উৎপাদন

ঘ উদ্দীপকের শস্যটি হলো গম। বাংলাদেশের চাষিদের গম চাষে উৎসাহিত করার লব্ধে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হতে পারে :

মূলধন সরবরাহ : দরিদ্র চাষিদের গম চাষের জন্য উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, পরিবহন খরচ সংকুলানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণদানের মাধ্যমে চাষিদের উৎসাহিত করতে পারে।

পানিসেচ ব্যবস্থা : গম একটি শীতকালীন ফসল বলে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে গম খেতে পানির ব্যবস্থা করতে হয় যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এ ব্যাপারে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সমবায় সমিতি, এনজিওগুলো সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে পানি সেচের ব্যবস্থা করে চাষিদের গম চাষে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

ব্যাপক বাজার ব্যবস্থা : গমের স্থানীয় বাজার প্রশস্ত করতে হবে। জনসাধারণকে গম থেকে তৈরি আটা, ময়দা, সুজির ব্যবহারিক উপযোগিতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লব্ধে প্রচারণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

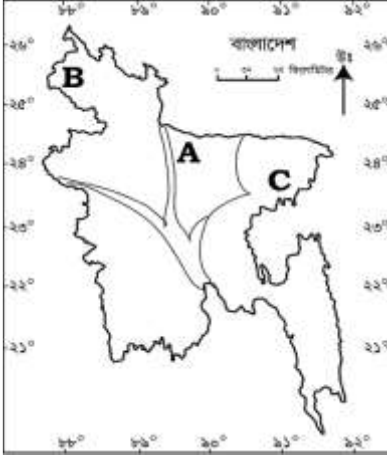
পরিবহন ব্যবস্থা : স্থানীয় বাজারে পৌঁছানোর জন্য সূষ্ঠা পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য স্থানীয় সরকার স্বল্প ভাড়ার বিনিময়ে পরিবহন ব্যবস্থা করতে পারে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশের গম চাষিরা গম চাষে উৎসাহিত হবে।

প্রশ্ন- ৭ ▶▶

বাংলাদেশের পাট ও চা শিল্প

নিচের মানচিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. অর্থকরী ফসল কাকে বলে? ১
- খ. ইক্ষুকে অর্থকরী ফসল কেন বলা হয়? ২
- গ. 'A' জেলায় অর্থকরী ফসল চাষের অনুকূল নিয়ামকসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'B' ও 'C' জেলার অর্থকরী ফসলের মধ্যে কোনটি বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে অধিক ভূমিকা রাখছে— বিশ্লেষণ কর। ৪



৭ নং প্রশ্নের উত্তর ✍

ক যেসব ফসল সরাসরি বিক্রির জন্য চাষ করা হয় তাকে অর্থকরী ফসল বলা হয়।

খ চিনি ও গুড় উৎপাদনের জন্য ইক্ষু চাষ করা হয়। কাগজকল ও বোর্ড মিলে আখের ছোবড়া ব্যবহার হয়। এ উদ্দেশ্যে ইঁদুর ফসল সরাসরি বিক্রির জন্য চাষ করা হয় বলে ইক্ষুকে অর্থকরী ফসল বলা হয়।

গ মানচিত্রে 'A' চিহ্নিত জেলা হলো জামালপুর জেলা। এ জেলায় পাট চাষ ভালো হয়। পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। এ অঞ্চলে পাট চাষের অনুকূল নিয়ামকসমূহ হলো :

মাটি : নদীর অববাহিকার পলিযুক্ত দোআঁশ মাটি পাট চাষের জন্য বিশেষ সহায়ক। জামালপুর জেলার মাটি যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদের পলি দ্বারা গঠিত বলে এখানে পাট চাষ ভালো হয়।

জলবায়ু : পাট উৎপাদনে মৌসুমি জলবায়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাট চাষের জন্য ২০° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন। গ্রীষ্ম ঋতুতে জামালপুর জেলায় এ তাপমাত্রা বিরাজ করে।

বৃষ্টিপাত : পাট চাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। প্রায় ১৫০ থেকে ২৫০ সেন্টিমিটার। জামালপুর জেলায় এ পরিমাণ বৃষ্টি হয়। প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও মৌসুমি জলবায়ু বিদ্যমান থাকায় পাট উৎপাদন জামালপুরে প্রসার লাভ করেছে।

ঘ মানচিত্রে 'B' চিহ্নিত অঞ্চল হলো দিনাজপুর জেলা। আর 'C' চিহ্নিত জেলা হলো মৌলভীবাজার জেলা। 'B' চিহ্নিত অঞ্চলে ইক্ষু আর 'C' চিহ্নিত অঞ্চলে চা এই অর্থকরী ফসল দুটি জন্মে। চিনি ও গুড় উৎপাদনের জন্য ইক্ষু আমাদের দেশে চাষ করা হয়। উৎপাদিত ইক্ষুর বেশিরভাগ চিনি উৎপাদনকারী মিলে পাঠানো হয়। এসব মিল থেকে উৎপাদিত চিনি দেশের চাহিদা মেটায়। অন্যদিকে দেশে উৎপাদিত চা—এর প্রায় বেশিরভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চা—এর স্থান ষষ্ঠ। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, নেদারল্যান্ডস, জাপান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশ চা রপ্তানি করে থাকে। সুতরাং B ও C স্থানের অর্থকরী ফসলের মধ্যে C জেলা তথা মৌলভীবাজার জেলায় জন্মানো চা বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে অধিক ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন- ৮ ▶▶

বাংলাদেশের বনভূমি ও এর গুরুত্ব

প্রয়োজন - দেশের আয়তনের ২৫ ভাগ

বিদ্যমান - দেশের আয়তনের ১৭ ভাগ

প্রভাব - বিপন্ন পরিবেশ

- ক. খুলনা বিভাগে সুন্দরবনের আয়তন কত? ১
- খ. বাংলাদেশে শস্য বহুমুখীকরণ প্রয়োজন কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে ইজিতকৃত বিষয় ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. কৃষি, শিল্প এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪



৮ নং প্রশ্নের উত্তর ✍

ক খুলনা বিভাগে সুন্দরবনের আয়তন ৬,০০০ বর্গকিলোমিটার।

খ বাংলাদেশে শীতকাল প্রধানত রবিশস্য চাষের জন্য উপযোগী। এবেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় একই ধরনের শস্য চাষ করা হয়। এর ফলে কৃষক শস্যের মূল্য কম পায়। জমিতে একই শস্য চাষ মাটির পুষ্টিতে বতিগ্রস্ত করে। পাশাপাশি বহু ধরনের শস্য চাষ উচ্চ মূল্য প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা করে। এভাবে কৃষক বহুমুখী শস্য চাষ করে নিজে এবং পরিবেশকে উপকৃত করতে পারে। বাংলাদেশে তাই শস্য বহুমুখীকরণ প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশে বনভূমির বর্তমান অবস্থার প্রতি ইজিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে ২০১২-১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বনভূমির পরিমাণ মাত্র ১৭ শতাংশ, উদ্দীপকে যা উল্লিখিত হয়েছে। অথচ কোনো দেশে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি প্রয়োজন। চাহিদার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই বনভূমির কারণে বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। আবহাওয়ার বেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন। পরিবর্তিত আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশের ঋতুগুলো এখন আর সঠিক সময়ে আসে না। বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, পাহাড় ধস এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বিদ্যমান বনভূমি দেশটির পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছে না। ফলে স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে ক্রমেই পরিবেশ মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান বনভূমির পরিমাণ দেশটির পরিবেশের জন্য মোটেও সহায়ক নয়।

ঘ কৃষি, শিল্প এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় উক্ত বিষয় তথা বাংলাদেশের বনাঞ্চলের গুরুত্ব অপরিণীম—

ক. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের উত্তোলনযোগ্য ও সম্ভাব্য মজুতের পরিমাণ কত ট্রিলিয়ন ঘনফুট?	১
খ. গ্যাস ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ ব্যাখ্যা কর।	২
গ. জনাব আসিফ তাঁর কারখানায় কেন গ্যাসভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করছেন?	৩
ঘ. বাংলাদেশের কয়লার মজুতের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আসিফের সিদ্ধান্তের পক্ষে তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর।	৪

ক বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের উত্তোলনযোগ্য সম্ভাব্য ও প্রমাণিত মজুতের পরিমাণ ২৭.০৪ টিলিয়ন ঘনফুট।

থ প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। এ সম্পদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। বহুবিধ ব্যবহারের মাধ্যমে এ সম্পদের গুরুত্ব অন্যান্য খনিজ সম্পদের চেয়ে বেশি। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে গ্যাসের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে। প্রাকৃতিক গ্যাস সারশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কীটনাশক, ওষুধ, রাবার, পরাস্টিক, কৃত্রিম তন্তু প্রভৃতি তৈরির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

গ জনাব আসিফ তাঁর কারখানায় গ্যাসভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করেছেন। কেননা— গ্যাসভিত্তিক উৎপাদনে খরচ কম। এছাড়া গ্যাসের ব্যবহার নানাবিধ। তাই বিভিন্ন বেত্রে প্রয়োগ করা যায়। তদুপরি গ্যাস সিলিন্ডারে মজুত করে ব্যবহার করা যায়। যন্ত্রচালিত সামগ্রীতে গ্যাসের ব্যবহার সুবিধাজনক। সুতরাং জনাব আসিফ উৎপাদন খরচ বিবেচনা করে বহুমুখী ব্যবহারের লগ্নে তার কারখানায় গ্যাসভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করেছেন।

ঘ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আবিষ্কৃত মোট কয়লার মজুত প্রায় ২,৭০০ মিলিয়ন টন। এদেশের সবচেয়ে গ্যাস ব্যবহার করার ফলে গ্যাসের চাপ বাড়ছে। তাই জনাব আসিফ সিদ্দিক নিলেন দেশে প্রচুর পরিমাণ কয়লা মজুত থাকায় তিনি গ্যাসের পরিবর্তে কয়লা ব্যবহার করবেন। আসিফের এ সিদ্ধান্ত সঠিক কারণ গ্যাস ও কয়লার ব্যবহারিক গুরুত্ব একই। এছাড়া দেশে প্রচুর পরিমাণ কয়লা মজুত রয়েছে এবং বর্তমানে উন্নতমানের কয়লার সম্ভাবনাও পাওয়া গেছে। শক্তির অন্যতম উৎস কয়লা। কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। শিল্পক্ষেত্রে শিল্পের কাঁচামাল, উপজাত ও শক্তি হিসেবে কয়লা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যায়। কয়লা খনির নিকট বিভিন্ন প্রকার শিল্পের সন্নিবেশ ঘটানোও সম্ভব। আবার জ্বালানি হিসেবেও তা ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন : কয়লা দ্বারা ইট পোড়ানো হয়। সুতরাং কয়লা ও গ্যাসের ব্যবহারিক বেত্র প্রায় একই। তাই ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিং কারখানায় বিকল্প জ্বালানি হিসেবে জনাব আসিফ কয়লা ব্যবহার করলে গ্যাসের ওপর চাপ হ্রাস পাবে।

প্রাকৃতিক গ্যাস

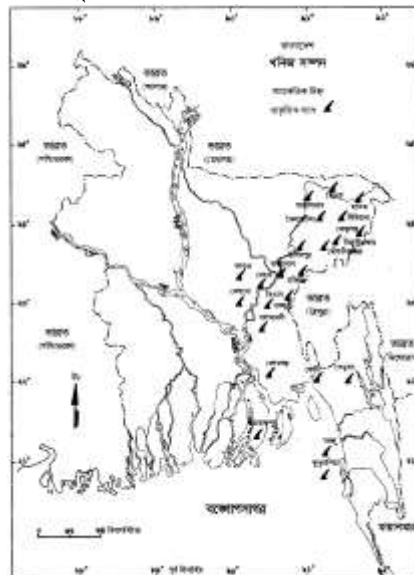
প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের প্রধান খনিজসম্পদ। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, শিল্প ও গৃহস্থালি জ্বালানির প্রধান উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রগুলোর উত্তোলনযোগ্য সম্ভাব্য ও প্রমাণিত মজুতের পরিমাণ ২৭.০৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ১০.৯২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে।

- ক. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কয়টি গ্যাসবেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে? ১
- খ. বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের কারণ কী? ২
- গ. বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে উদ্দীপকে উল্লিখিত খনিজ সম্পদের অবস্থান চিহ্নিত কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের উন্নয়নে উদ্দীপকের সম্পদটির অবদান ব্যাখ্যা কর। ৪

ক বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২৫টি গ্যাসবেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

খ প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের নিজস্ব খনিজ সম্পদ। সহজেই পাইপলাইনের দ্বারা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গ্যাস সরবরাহ করা যায়। এর দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎপাদন খরচ কম হয়। পেট্রল, ডিজেল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অনেক বেশি খরচ হয় এবং এগুলো বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে আনতে হয়। এসব কারণেই আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

গ বাংলাদেশের একটি মানচিত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসবেত্রগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করা হলো :



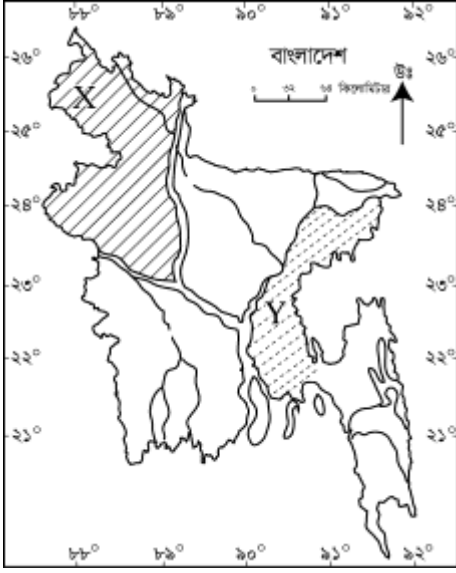
য বাংলাদেশের উন্নয়নে উদ্দীপকের সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। যথা :

১. **শিল্পের কাঁচামাল :** প্রাকৃতিক গ্যাস বিভিন্ন শিল্প-কারখানা যেমন : সার কারখানা, সিমেন্ট কারখানা, বস্ত্র, পরাস্টিক, রবার, রং ও কীটনাশক প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
২. **শিল্পের জ্বালানি :** আমাদের দেশে কয়লা ও খনিজ তেলের অভাব রয়েছে। দেশের শিল্পের জ্বালানির চাহিদা মেটাতে প্রাকৃতিক গ্যাস অবদান রাখছে। দেশে অনেক গ্যাসভিত্তিক শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে।
৩. **বিদ্যুৎ উৎপাদন :** বাংলাদেশের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। যেমন : সিদ্ধিরগঞ্জ, শাহজিবাজার, আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল প্রভৃতি। আমাদের দেশের উৎপাদিত বিদ্যুতের সিংহভাগই গ্যাসভিত্তিক।
৪. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন :** শিল্প-কারখানার জ্বালানি ও কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হচ্ছে, এতে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৫. **গৃহস্থালির জ্বালানি :** প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশে গৃহস্থালির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি নীল শিখায়ুক্ত ও ধোঁয়ামুক্ত।
৬. **কৃষি উন্নয়ন :** কীটনাশক, সার, বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে, যা কৃষি উন্নয়নে সহায়ক।
সুতরাং প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন- ১২ ▶▶

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খনিজ সম্পদ

নিচের চিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলবেত্রটি কোথায় অবস্থিত? ১
খ. প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবহার সংবেপে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' চিহ্নিত অঞ্চল উন্নতমানের কয়লা সম্পদে কতটুকু সমৃদ্ধ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'X' ও 'Y' চিহ্নিত অঞ্চলের মধ্যে কোন অঞ্চল প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ? বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

ক মৌলভীবাজার জেলার বরমাচালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলবেত্রটি অবস্থিত।

খ বর্তমানে দেশে ১৯টি গ্যাসবেত্রের ৮টি কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। এর মধ্যে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ১০.৯২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে। উৎপাদিত গ্যাসের সর্বাধিক ব্যবহার বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানায় হয়ে থাকে। গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহারের বেত্রে আরও উল্লেখযোগ্য হলো সার ও শিল্পকারখানা, গৃহস্থালি প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' অঞ্চলটি বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। এ অঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ জেলায় উন্নতমানের কয়লা পাওয়া যায়। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আবিষ্কৃত মোট ৫টি কয়লা বেত্রের মোট মজুত প্রায় ২,৭০০ মিলিয়ন টন। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে দৈনিক প্রায় ৩,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হয়। এছাড়া রংপুরের খালাসপীর, ফুলবাড়ি, দীঘিপাড়া এবং বগুড়ার জামালগঞ্জে কয়লাবেত্র রয়েছে (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীচা, ২০১২)। রাজশাহী, বগুড়া ও নওগাঁয় বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সম্পদ পাওয়া গেছে। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া থেকে লিগনাইট জাতীয় কয়লা উত্তোলন করা হয়। কয়লা একটি শক্তি সম্পদ। অনুসন্ধান কার্যের ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উন্নতমানের বিটুমিনাস জাতীয় কয়লার সম্পদ পাওয়া গেছে। কয়লা এদেশে বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল, জ্বালানি ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হয় বলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর ভূমিকা অত্যধিক। সুতরাং 'X' চিহ্নিত অঞ্চল উন্নতমানের কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ।

ঘ 'X' অঞ্চল বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং 'Y' অঞ্চল উত্তর-পূর্বাংশ। দুটি অঞ্চলের মধ্যে 'Y' অঞ্চলই প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ লাভ করেছে। উত্তর-পশ্চিমাংশের 'X' অঞ্চলে কোনো প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র নেই। তবে 'Y' অঞ্চলের অনেক জেলাই প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ লাভ করেছে। 'Y' অঞ্চলের আবিষ্কৃত গ্যাসবেত্রগুলো হচ্ছে সিলেট অঞ্চলের হরিপুর, ছাতক, রশিদপুর, কৈলাসটিলা, হবিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার,

ফেঞ্চুগঞ্জ, জালালাবাদ, বিবিয়ানা ও মৌলভীবাজার; কুমিল্লা অঞ্চলের তিতাস, বাখরাবাদ, মেঘনা, সালদা নদী ও বাজুরা; নোয়াখালী অঞ্চলের ফেনী ও বেগমগঞ্জ প্রভৃতি। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, 'X' অঞ্চলে কোনো প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়নি। কিন্তু 'Y' অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানেই প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। 'Y' অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক গঠনগত কারণে এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই 'Y' অঞ্চল তথা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ।

প্রশ্ন- ১৩ ▶▶

বাংলাদেশের পাট শিল্প

সোনালির বাবা নরসিংদীর একটি পাটকলে চাকরি করেন। একদিন সোনালি তার বাবার কর্মস্থলে যায়। সেখানে সে ঘুরে ঘুরে দেখে কিভাবে পাট থেকে চট, বস্তা, দড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

- ক. বাংলাদেশে মোট পাটকলের সংখ্যা কত? ১
খ. বাংলাদেশের পাটশিল্প গড়ে ওঠার কারণ কী? ২
গ. বাংলাদেশের মানচিত্রে সোনালির দেখা শিল্প কেন্দ্রসমূহ চিহ্নিত কর। ৩
ঘ. সোনালির দেখা শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহারিক দিক উল্লেখ কর। ৪

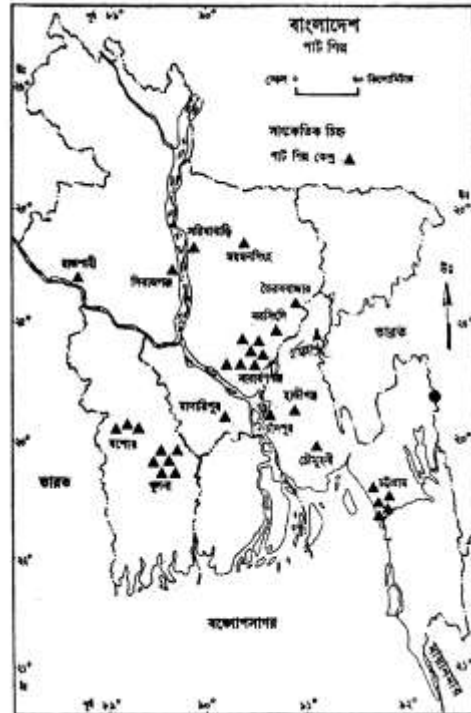
১৩ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

ক বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি মোট পাটকলের সংখ্যা ২০৫টি

খ বাংলাদেশে পাটশিল্প গড়ে ওঠার কারণগুলো হলো :

১. জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র যা পাট চাষের উপযোগী।
২. পাট চাষের উপযোগী উর্বর মাটি বিদ্যমান।
৩. পাটের দব ও সুলভ শ্রমিক রয়েছে।
৪. পাট শিল্পের প্রতি সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা রয়েছে।

গ সোনালি তার বাবার কর্মস্থল নরসিংদীর একটি পাটকল ঘুরে দেখে। অর্থাৎ তার দেখা শিল্পটি ছিল পাট শিল্প। বাংলাদেশের মানচিত্রে পাটশিল্প কেন্দ্রসমূহ চিহ্নিত করা হলো :



ঘ সোনালির দেখা শিল্পজাত দ্রব্য ছিল পাট থেকে তৈরি চট, বস্তা, দড়ি প্রভৃতি। অর্থাৎ পাট শিল্পজাত দ্রব্য সে দেখেছিল। পাটশিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহারিক দিক বহু বিস্তৃত :

১. **নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র** : পাট থেকে উৎপন্ন দ্রব্য প্রতিদিন ব্যবহারিক কাজে ব্যবহার করা যায়। যেমন : চট, ছালা, দড়ি, গালিচা, কার্পেট, কাপড় ইত্যাদি সামগ্রী।
২. **জ্বালানি** : পাটকাঠি গ্রামীণ এলাকায় জ্বালানির একটি উৎস। যেসব এলাকায় পাট বেশি জন্মে সেসব এলাকায় প্রধান জ্বালানি পাটকাঠি।
৩. **বেড়া/আচ্ছাদন** : ঘরের বেড়ার অর্থাৎ আচ্ছাদন (দেয়াল) তৈরিতে পাটকাঠির ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণত রান্নার ঘর, টয়লেটের আচ্ছাদন তৈরিতে ব্যবহার করা হয় পাটকাঠি।
৪. **জমির উর্বরতা বৃদ্ধি** : পাট ও পাটের ডালপাতা, পাটকাঠি ইত্যাদি পচে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, যা কৃষিকাজ সহায়ক।
৫. **বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি** : পাট থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, স্যাভেল, ম্যাট, পুতুল, শোপিস ইত্যাদি তৈরি করা হয়। পাটকাঠি থেকে পারটেজ, হার্ডবোর্ড উৎপন্ন করা হয় যা নির্মাণ শিল্পে প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে।

সুতরাং পাট শিল্পজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার এ শিল্প প্রসারের দিগন্ত উন্মোচন করে।

প্রশ্ন- ১৪ ▶▶

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প

আল মামুন সাহেব উত্তর কাউন্টির এক শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি দেশের ভিতরেই তার উৎপাদিত শিল্প পণ্য সরবরাহ করেন। বস্তুত এ শিল্পটিতে বাংলাদেশ এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।



- ক. বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প কোনটি? ১
- খ. বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্প বিকাশের অনুকূল অবস্থা কী কী? ২
- গ. আল মামুন সাহেবের প্রতিষ্ঠানের শিল্পাঞ্চলটি বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. দেশের আর কোথায় অনুরূপ শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে? বিস্তারিত আলোচনা কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

- ক. বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প হচ্ছে বস্ত্র শিল্প।
- খ. বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প বিকাশের অনুকূল অবস্থা হলো :
 ১. অনুকূল আবহাওয়া
 ২. সুলভ জনশক্তির জোগান;
 ৩. সহায়ক শিল্পের প্রসার;
 ৪. বাজার প্রাপ্তি;
 ৫. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ।

গ আল মামুন সাহেব উত্তর কাউন্টির এক শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। এ শিল্পে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং এর স্থানীয় বাজার রয়েছে। উদ্দীপকের এ তথ্যাবলি নির্দেশ করে, আল মামুন সাহেব চট্টগ্রাম অঞ্চলে এক বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তবে আবহাওয়ার অনুকূলে এদেশে দ্রুত বস্ত্রশিল্প প্রসার লাভ করে চলেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বস্ত্র শিল্পের অবস্থান, যার মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম অঞ্চলে উত্তর কাউন্টি ছাড়াও ফৌজদারহাট, যোলাশহর, জুবলী রোড, হালিশহর ও কালুরঘাটে বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটেছে।

ঘ বস্ত্রবয়নশিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বস্ত্র বয়নশিল্প প্রসারমান। চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়াও এবেত্রে ঢাকা অঞ্চল, কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল এবং রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চল অন্যতম।

ঢাকা অঞ্চল : ঢাকার মিরেরবাগ, পোস্তাগোলা, শ্যামপুর, ডেমরা, সাভার, নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়ণগঞ্জ, মুড়াপাড়া, কাঁচপুর, ধমগড়, গোদারপ্রাইন, লবণখোলা, ফতুল্লা। গাজীপুর জেলার টঙ্গী, জয়দেবপুর, কালীগঞ্জ। নরসিংদী জেলার নরসিংদী ও ঘোড়াশাল।

কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল : কুমিল্লার দুর্গাপুর, দৌলতপুর, হালিনগর, আরিখোলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বাঞ্ছারামপুর, নোয়াখালী জেলার ফেনী ও রায়পুরে।

রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চল : রাজশাহী বিভাগে দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা। খুলনা বিভাগে কুষ্টিয়া, মাগুরা ও যশোর জেলার নোয়াপাড়া।

প্রশ্ন- ১৫ ▶▶

বাংলাদেশের কাগজ শিল্প

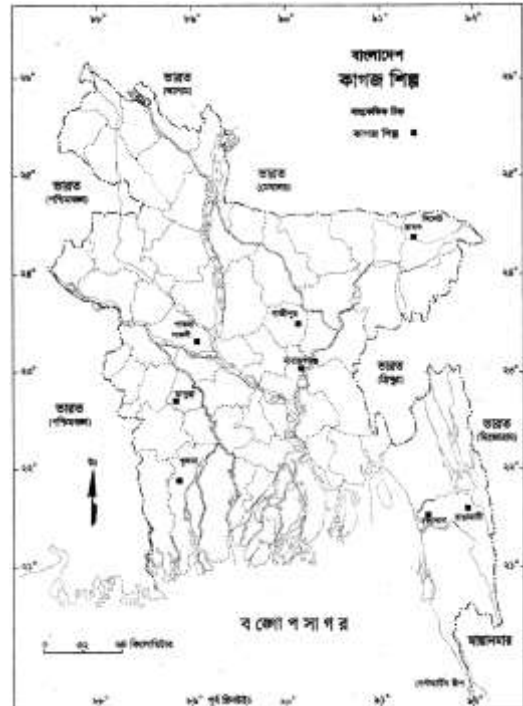
সুলেমান সাহেব তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে পাটকাঠি ও কাঁচাপাট ব্যবহার করেন। বাংলাদেশে ১৯৫৩ সালে প্রথম এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

- ক. বাংলাদেশে কোথায় প্রথম কাগজকল স্থাপিত হয়? ১
- খ. বাংলাদেশে কাগজশিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য কোনগুলো? ২
- গ. সুলেমান সাহেবের প্রতিষ্ঠিত শিল্পের অবস্থান মানচিত্রে উপস্থাপন কর। ৩
- ঘ. উক্ত শিল্পের অবস্থান আলোচনা কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

- ক. ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশে চন্দ্রঘোনায় প্রথম কাগজকল স্থাপিত হয়।
- খ. বাংলাদেশে কাগজশিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ হচ্ছে : লেখার কাগজ, ছাপার কাগজ, প্যাকিং ও অন্যান্য কাগজ এবং নিউজপ্রিন্ট।
- গ. ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং পাটকাঠি ও কাঁচাপাট কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত; উদ্দীপকের এ তথ্য প্রমাণ করে সুলেমান সাহেব কাগজ শিল্প স্থাপন করেন।

বাংলাদেশের কাগজশিল্পের অবস্থান মানচিত্রে উপস্থাপিত হলো :



চিত্র : বাংলাদেশের কাগজ শিল্প

ঘ কাগজ শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বৃহৎ শিল্প। কাগজকলগুলোর অবস্থানও দেশব্যাপী বিস্তৃত। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারিভাবে ৬টি কাগজকল, ৪টি বোর্ড মিলস ও ১টি নিউজপ্রিন্ট কারখানা আছে। বেসরকারিভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাগজকল গড়ে উঠেছে। এদেশের কাগজকলগুলো হলো— চন্দ্রধোনায় কর্ণফুলী কাগজকল, পাবনায় পাকশীর উত্তরবঙ্গ কাগজকল, ছাতকের সিলেট মই ও কাগজকল, নারায়ণগঞ্জের বসুম্ধরা কাগজকল, মাগুড়া ও শাহজালাল কাগজকল, খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানা, বাংলাদেশ হার্ডবোর্ড মিলস, আদমজী পার্টিক্যাল বোর্ড মিলস, কপ্তাই ও টঙ্গী বোর্ড মিলস।

প্রশ্ন- ১৬ ▶▶

বাংলাদেশের সার শিল্প

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে অতিরিক্ত ফসল ফলানোর জন্য শিল্পজাত দ্রব্য প্রয়োজন। বাংলাদেশ এখনও তাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলেও আশা করছে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করতে সক্ষম হবে।

?

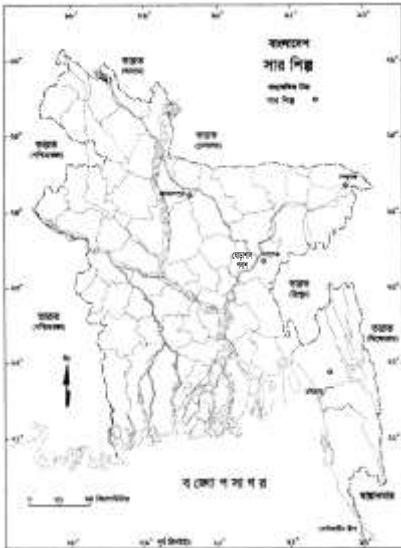
- ক. বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা কোথায় স্থাপিত হয়? ১
- খ. বাংলাদেশের প্রধান সার কারখানা কোনগুলো? ২
- গ. বাংলাদেশের মানচিত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের অবস্থান চিহ্নিত কর। ৩
- ঘ. উক্ত শিল্প বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় শিল্প— মূল্যায়ন কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ স্থাপিত হয়।

খ বাংলাদেশের প্রধান সার কারখানাগুলো হলো— ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ সার কারখানা, পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা, চট্টগ্রাম ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা, জামালপুর জেলার তারাকান্দিতে যমুনা সার কারখানা ও ফেঞ্চুগঞ্জ অ্যামোনিয়াম সালফেট সার কারখানা।

গ উদ্দীপকে বলা হয়েছে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন শিল্পজাত দ্রব্য তথা সার। বাংলাদেশে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সার রপ্তানির আশা করে। অতএব উল্লিখিত শিল্পটি হচ্ছে সার শিল্প। বাংলাদেশের মানচিত্রে সার শিল্পের অবস্থান চিহ্নিত করা হলো :



ঘ বাংলাদেশের সার শিল্প সম্ভাবনাময় শিল্প। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সার শিল্প অন্যতম। প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজলভ্যতার জন্য সার শিল্পের উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে

দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে সার রপ্তানি করতে বাংলাদেশ সক্ষম হবে। এর জন্য প্রয়োজন—

১. **প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহের ব্যবস্থা** : সার উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজন কাঁচামালের (যেমন : গ্যাস) সরবরাহ বৃদ্ধি করা। প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে অনেক সার কারখানা থেকে সার উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।
২. **বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ** : অধিক জনসংখ্যাবহুল দেশ হওয়াতে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে না। সার শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।
৩. **আধুনিক যন্ত্রপাতি** : সার শিল্পের উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজন। আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে প্রয়োজনীয় সার উৎপাদন করা যাচ্ছে না।
৪. **দর শ্রমশক্তি** : সার শিল্পের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য দর লোক নিয়োগ করা প্রয়োজন।
৫. **জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ** : বাংলাদেশে সার শিল্পের প্রধান কাঁচামাল প্রাকৃতিক গ্যাস। নতুন নতুন প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করে কাঁচামালের চাহিদা নিশ্চিত করা যায়।
৬. **কৃষিতে ব্যবহার** : অধিক ফসল ফলনের জন্য অধিক সারের প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রে যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ব্যবহৃত হতে না পারে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন- ১৭ ▶▶

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

২০১২ সালের এক সমীচায় দেখা যায়, নিয়োজিত কর্মী ও অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার হার বিবেচনায় তৈরি শিল্পটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ শিল্পখাত। গত ২০ বছরে এ শিল্পখাতের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছে। তদুপরি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন। এ শিল্পে ব্যবহার্য অধিকাংশ সুতা ও বস্ত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি বাংলাদেশে উৎপন্ন না হওয়ায় সরাসরি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

- ক. ২০১২-১৩ সালে পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ কত আয় করে? ১
- খ. পোশাক শিল্পকে বিলিয়ন ডলার শিল্প বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের শিল্প গড়ে ওঠার জন্য বাংলাদেশে কী কী অনুকূল নিয়ামক বিদ্যমান আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে সম্ভাব্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১২-১৩ সালে পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে।

খ বর্তমানে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে বাংলাদেশ। পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে বিলিয়ন ডলার আয় করা হচ্ছে। ২০১২-১৩ সালে এ শিল্পে বাংলাদেশ ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে যা মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৪১.১০ ভাগ। পোশাক রপ্তানি করে বিলিয়ন ডলার আয় করা যাচ্ছে বলে পোশাক শিল্পকে বিলিয়ন ডলার শিল্প বলা হয়।

গ উদ্দীপকের শিল্পটি হলো পোশাক শিল্প। নিচে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প গড়ে ওঠার অনুকূল নিয়ামকসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **কাঁচামাল** : পোশাক শিল্পের একমাত্র কাঁচামাল হলো বস্ত্র। বাংলাদেশে প্রচুর বস্ত্রকল রয়েছে। যেখান থেকে প্রয়োজনীয় বস্ত্র সরবরাহ করা হয়।
২. **শক্তি সম্পদ** : এ শিল্পের জন্য বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন। আমাদের দেশে পোশাক শিল্পগুলো শহরকেন্দ্রিক। তাই সহজেই বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এ জন্য এ শিল্প সহজেই গড়ে উঠেছে।
৩. **শ্রমের সহজলভ্যতা ও স্বল্প মজুরি** : এ শিল্পের জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। জনবহুল এদেশে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশের অন্যতম কারণ হলো সস্তায় শ্রমের প্রচুর যোগান।
৪. **পর্যাপ্ত মূলধন** : পোশাক শিল্প স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত মূলধনের জোগান রয়েছে। এ শিল্পের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ও ঋণদানকারী সংস্থা ঋণের মাধ্যমে মূলধনের জোগান দিয়ে থাকে। ফলে উদ্যোক্তাগণ পোশাক শিল্প স্থাপনে উৎসাহবোধ করে। সুতরাং, বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান।

ঘ বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্পে উন্নতি লাভ করলেও এ শিল্পের কতিপয় ঝুঁকি রয়েছে। যেমন :

১. বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অধিকাংশ কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। অথচ কোনো কোনো সময় আমদানিকারকগণ চাহিদামাফিক উন্নতমানের পরিবর্তে নিম্নমানের কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকে। এতে বিশ্ববাজারে এ শিল্পের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়।
২. কোটা আরোপ পশ্চিতিও এ শিল্পের অন্যতম সমস্যা।
৩. আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতাও এ শিল্পের জন্য এক বিরাট সমস্যা। ভারত, শ্রীলঙ্কা, কোরিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ।
৪. শ্রমিক ধর্মঘট, ঘন ঘন বিদ্যুৎবিভ্রাট, শুল্কজনিত ঝামেলা, পরিবহন সমস্যা ইত্যাদির জন্যও সময়মতো পণ্য আমদানিকারক দেশে পৌঁছান যায় না। এতে বিদেশি বাজার হাতছাড়া হয়ে যায়।

এছাড়া প্রয়োজনীয় মূলধন, দর শ্রমিক, কারিগরি জ্ঞানের অভাব ইত্যাদিও এ শিল্পের অন্যতম সমস্যা যা শিল্পটিকে অনেকবেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ করে।

প্রশ্ন- ১৮ ▶▶

বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র্য ও পর্যটন শিল্প

প্রাকৃতিক ঋতু বৈচিত্র্য এদেশে খেলা করে। সপ্তম শতাব্দীতে প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক দেশটিতে এসে যে সৌন্দর্য দেখেছিলেন, আজও তা সেদেশে বিদ্যমান।

- ক. বাংলাদেশে এসে চৈনিক পরিব্রাজক কবি হিউয়েন সাং কী উক্তি করেছিলেন?
- খ. ‘কক্সবাজার একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র’ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশের ভ্রমণকেন্দ্রগুলো দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম। উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশে ইজিতকৃত শিল্পের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ কর।

?

ক বাংলাদেশে এসে চৈনিক পরিব্রাজক কবি হিউয়েন সাং উক্তি করেছিলেন – ‘A sleeping beauty emerging from mists and water’.

খ বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত ‘কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত’। এর দৈর্ঘ্য ১২০ কিলোমিটার। দীর্ঘ সৈকতের সঙ্গে তীর ঘেঁষে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পাহাড়ের সারি। কক্সবাজারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন হলো হিমছড়ি, ইনানি বিচ, কোলাতলি বিচ, রামু বৌদ্ধ মন্দির, সোনাদিয়া দ্বীপ, মহেশখালি দ্বীপ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত ও বনভূমির নয়নাভিরাম দৃশ্য কক্সবাজারকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত করেছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত দেশটি হলো বাংলাদেশ। এখানে প্রাকৃতিক ঋতুবৈচিত্র্য খেলা করে। বাংলাদেশের ভ্রমণকেন্দ্রগুলো দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম। যেমন, উদ্দীপকে সেই সপ্তদশ শতকের ভ্রমণকারী চৈনিক কবি হিউয়েন সাং এদেশে এসেছিলেন। উদ্দীপকে ইজিত রয়েছে আজও দেশটি পর্যটক আকর্ষণে সক্ষম। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমুদ্র সৈকত, ঘন অরণ্য, পাহাড়ি এলাকা, পর্যটন কেন্দ্রগুলোর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য –এসব কিছুই পর্যটন শিল্পের জন্য এক বিশাল সম্ভাবনার বেত্র। বাংলাদেশে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, দরিণ এশিয়ার বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন, দ্বীপ, হ্রদ, নদী ও পালতোলা নৌকার অনুপম দৃশ্যাবলি, সবুজ-শ্যামলিকা ঘেরা পাহাড়ি ভূমি, যা দেখলে মন ভরে যায়। এখানে রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও মঠসহ প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন। সিলেটের পাহাড়, হাওড়, চা বাগানের নয়নাভিরাম নৈসর্গিক দৃশ্য সত্যিই দেখার মতো। বাংলাদেশের দরিণাঞ্চলের এক আশ্চর্য স্বপ্নভূমি নিসর্গের নীল উপত্যকা হলো কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত –এই দুই অপূর্ব দৃশ্যই উপভোগ করা যায়। বান্দরবানে রয়েছে চিম্বুক পাহাড় যাকে বাংলার দার্জিলিং বলা হয়ে থাকে। টেকনাফ উপজেলায় অবস্থিত সেন্টমার্টিন একটি অপরূপ শৈবাল দ্বীপ। এছাড়াও এদেশে রয়েছে বহু প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং সমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতি। কাজেই বাংলাদেশের ভ্রমণকেন্দ্রগুলো দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশে ইজিতকৃত শিল্পটি হলো পর্যটন শিল্প। বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বর্তমান অবস্থা বেশ আশাব্যঞ্জক। পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের নিকট সহজে উপস্থাপন করা যায় বলে এই শিল্পের উন্নয়নে সরকার নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পর্যটনকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় শিল্পনীতিতে একে অগ্রাধিকার শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে আয়, কর্মসংস্থান ও জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা যায় বলে বাংলাদেশ সরকার দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে নানা প্রচারসহ পর্যটন কেন্দ্রগুলোর সংস্কার সাধন, পর্যটন মেলার আয়োজনসহ বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং সেগুলোর বাস্তবায়নে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও পর্যটন শিল্পের মতো এমন একটি ঝুঁকিহীন শিল্পে বাংলাদেশ আজও প্রাথমিক স্তরে অবস্থান করছে। বাংলাদেশে ২০০৬ সালে বিদেশি পর্যটক এসেছে প্রায় ২,০০,৩১১ জন এবং ২০০৯ সালে ২,৬৭,১০৭ জন। এতে বিদেশি পর্যটক ভ্রমণে আয় হয়েছে ২০০৬ সালে ৫৫৩০.৬০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০৯ সালে ৫৭৬২.২৪ মিলিয়ন টাকা (উৎস : বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, ২০১২)। কাজেই পর্যটন শিল্প উন্নয়নে দেশি-বিদেশি পর্যটক বাড়ানোর ওপর আমাদের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন- ১৯ ▶▶

ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের পর্যটন কেন্দ্র

মুমিন সাহেব হাসান বুক ডিপোতে জননী পাবলিকেশনসের একজন সম্পাদক হিসেবে কর্মরত। রাতে মেহেরবা পরাজার অফিস থেকে

বেরিয়ে তিনি বায়তুল মোকাররমে এশার নামাজ আদায় করে পুরানো ঢাকার বাসায় ফেরেন। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল।

- ক. প্রাকৃতিক ঋতুবৈচিত্র্যের দেশ কোনটি? ১
খ. উত্তরবঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহের সর্বাধিক বিবরণ দাও। ২
গ. মুমিন সাহেবের এশার নামাজের স্থান যে পর্যটন অঞ্চল নির্দেশ করে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মুমিন সাহেবের গ্রামের বাড়ির অঞ্চলের পর্যটন স্থানসমূহের বিবরণ দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রাকৃতিক ঋতুবৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ।
খ. রাজশাহী বরেন্দ্র জাদুঘর, শাহ মখদুম (র)-এর মাজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে সোনা মসজিদ, নাটোরের রানি ভবানীর বাড়ি ও দিঘাপতিয়া রাজবাড়ী (উত্তরা গণভবন), নওগাঁয় পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড় ও শাহ সুলতান বলখী (রহ)-এর মাজার, দিনাজপুরে কান্টজি মন্দির ইত্যাদি।

গ. মুমিন সাহেব বায়তুল মোকাররমে এশার নামাজ আদায় করেন। স্থানটি বৃহত্তর ঢাকার পর্যটন অঞ্চল নির্দেশ করে। ঐতিহাসিকভাবে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী ও প্রধান শহর। নানা নিদর্শন রাজধানী ঢাকার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেমন- সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত সাত গম্বুজ মসজিদ; অষ্টাদশ শতাব্দীর তারা মসজিদ এবং সাম্প্রতিককালের নির্মিত বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ; উদ্দীপকের মুমিন সাহেব এখানেই এশার নামাজ আদায় করেন। এছাড়া একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত ঢাকেশ্বরী মন্দির, মোগল সম্রাটদের বুড়িগঞ্জার তীরে নির্মিত লালবাগ দুর্গ, ১৮৫৭ সালে স্বাতিসৌধ বাহাদুর শাহ পার্ক, আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্যসমূহ, জাতীয় কবির সমাধি, জাতীয় সংসদ ভবন, কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, জাতীয় স্বাতিসৌধ, মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্বাতিসৌধ, রায়েরবাজার বধ্যভূমি, ধানমন্ডিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও মিউজিয়াম, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের জাতির জনক কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ স্থল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ইত্যাদি পর্যটকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ। তাই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা একটি পর্যটন কেন্দ্র একথা সহজে বলা যায়।

ঘ. মুমিন সাহেবের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল। পর্যটন অঞ্চল হিসেবে তা পূর্ববঙ্গো-

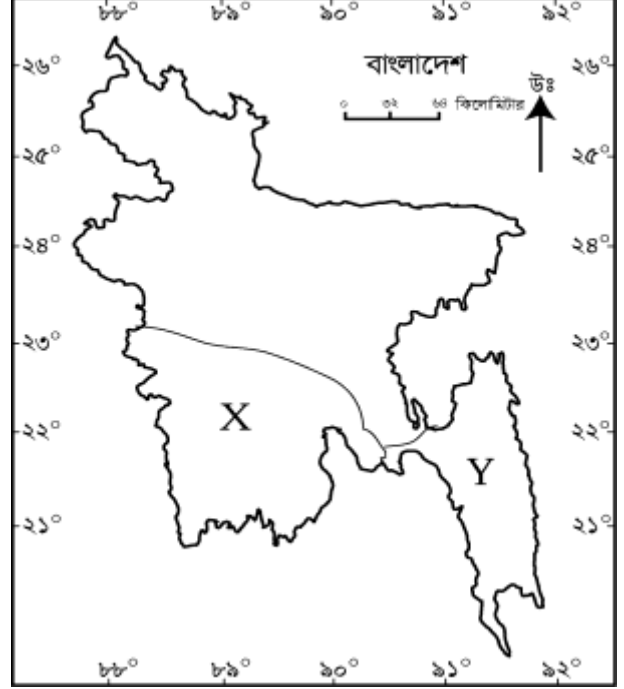
পূর্ববঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ হচ্ছে :

টাঙ্গাইলের আতিয়া জামে মসজিদ, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর মাজার ও বঙ্গবন্ধু সেতু, মধুপুরের গড়, ময়মনসিংহের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত দরিরামপুর। সিলেটে হযরত শাহজালাল (র) ও শাহপরান (র) মাজার, কিনব্রিজ, জাফলং এ জৈন্তা পাহাড়, মৌলভীবাজারে মাধবকুন্ড জলপ্রপাত, লাউয়াছড়া ইকোপার্ক ইত্যাদি। কুমিল্লার ময়নামতি বৌদ্ধ ও শালবন বিহার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকদের সমাধিস্থল, নোয়াখালীর বজরা শাহী মসজিদ, গান্ধী আশ্রম, হাতিয়া ও নিবুম দ্বীপ ইত্যাদি।

প্রশ্ন- ২০ ▶▶

দরিগবজা ও চট্টগ্রামের পর্যটন স্থানসমূহ

নিচের চিত্র দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. কবি হিউয়েন সাং কোন দেশের পরিব্রাজক ছিলেন? ১
খ. 'পর্যটন শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প'- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মানচিত্রে 'X' চিহ্নিত অঞ্চলের পর্যটন স্থানসমূহের বিবরণ তোমার পাঠ্যবই অনুসরণে লিপিবদ্ধ কর। ৩
ঘ. মানচিত্রে 'Y' চিহ্নিত অঞ্চলের পর্যটন স্থানসমূহের বিবরণ দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কবি হিউয়েন সাং চীন দেশের পরিব্রাজক ছিলেন।
খ. পর্যটন শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কারণ এই শিল্পের উন্নয়ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক গতিশীলতা, আঞ্চলিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও পরিবেশগত উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখতে পারে। এই শিল্পের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পথ সুগম হয়। বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং স্থাপত্যের নিদর্শনসমূহ বিশ্ব দরবারে পর্যটনের মাধ্যমেই তুলে ধরা সম্ভব। এবেত্রে পর্যটনকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা যায়। আর এ প্রেক্ষিতেই পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ।

গ. মানচিত্রে 'X' চিহ্নিত অঞ্চল হলো দরিগবজা। নিচে দরিগবজার পর্যটন স্থানসমূহের বিবরণ পাঠ্যবই অনুসরণে লিপিবদ্ধ করা হলো : দরিগবজার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য পর্যটন কেন্দ্র। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার, কুষ্টিয়ার হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, মরমী কবি লালনশাহের মাজার ও শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি, যশোরের সাগরদাড়িতে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান, নড়াইলে চিত্রশিল্পী এসএম সুলতান 'শিশু স্বর্গ' ও আর্ট গ্যালারি' চিত্রা নদীর তীরে, মেহেরপুরে মুজিবনগর স্বাতিসৌধ, বাগেরহাট ষাট গম্বুজ মসজিদ, পটুয়াখালির কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, বৃহত্তর খুলনায় অবস্থিত প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন ইত্যাদি।

ঘ. মানচিত্রে 'Y' চিহ্নিত অঞ্চল হলো চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। নিচে এসব অঞ্চলের পর্যটন স্থানসমূহের বিবরণ প্রদান করা হলো : বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর হলো চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানগুলো হচ্ছে- হযরত শাহ আমানত (রহ) মাজার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকদের সমাধিস্থল, ফয়স লেক, পাহাড়তলী

বধ্যভূমি, ডিসি হিল, কোর্ট বিল্ডিং, কর্ণফুলী নদী, পতেঙ্গা সৈকত, সীতাকুন্ড, সন্দীপ দ্বীপ ইত্যাদি আর রাঙামাটির প্রধান আকর্ষণ হলো কাপ্তাই হ্রদ। এই হ্রদের চারদিকে সবুজ ঘেরা পাহাড়, নীলাভ পানি এবং হ্রদের ধারে ছোট ছোট টিলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের কাছে অনাবিল আনন্দ উপভোগের এক মোহনীয় মায়াময় স্থানে রূপান্তরিত করেছে। এখানে বৌদ্ধ বিহার ও চাকমা রাজবাড়ি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। খাগড়াছড়ির বধ্যভূমি, পাহাড় ও প্রাকৃতিক বন্যনা, বান্দরবানের মেঘলা, শৈলপ্রপাত, নীলগিরি ও নীলাচল পর্যটন স্পট ও মাতামুহুরী নদী ইত্যাদি।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ২১ ▶▶

বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ

মি. সোহেল বর্তমানে রাঙামাটিতে বসবাস করেন। তিনি রাঙামাটিতে অবস্থিত বনভূমির বৃষের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন এ বনের বৃষ সারাবছরই সবুজ থাকে। তিনি বুঝলেন রাঙামাটির বনভূমি চিরহরিৎ। তিনি এক সময় সুন্দরবন ভ্রমণ করে দেখলেন, এই বনভূমির বৃষরাজি অত্যন্ত সুন্দর। তিনি বুঝলেন, জলবায়ু ভিন্নতার কারণে বৃষরাজি ও বনভূমি ভিন্নতর হয়।

- ক. চিরহরিৎ বনভূমি কী? ১
- খ. জলবায়ু ভিন্নতায় বনভূমি ভিন্ন হওয়ার অন্যতম একটি কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মি. সোহেলের দেখা বনাঞ্চল দুইটির বিস্তৃতি বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উক্ত বনাঞ্চল দুইটির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৪

— ২১ নং প্রশ্নের উত্তর —

ক যে বনভূমি অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও অত্যধিক তাপমাত্রা অনুভূত হয় এবং বৃষের পাতাগুলো সব সময়ই হরিৎ বা সবুজ থাকে তাকে চিরহরিৎ বনভূমি বলা হয়।

খ জলবায়ু ভিন্নতায় বনভূমি ভিন্ন হওয়ার একটি কারণ হলো বৃষ্টিপাত। একে অঞ্চলের বৃষ্টিপাত একে রকম বনভূমি সৃষ্টির সহায়ক। ফলে কোনো স্থানের বনভূমি অতি নিবিড়, আবার কোনো স্থানের বনভূমি হালকা, কোনো বনভূমির বৃষগুলো নরম ও খর্বাকৃতি দেখা যায়।

গ জলবায়ু ও মাটির গুণাগুণের তারতম্যের কারণে বাংলাদেশের বনভূমিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। উদ্দীপকের মি. সোহেল এর মাঝে চিরহরিৎ বনভূমি ও সুন্দরবন ভ্রমণ করেন। এদুই বনাঞ্চলের বিস্তৃতি নিম্নরূপ :

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাকরা গাছের বনভূমি : বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবানের প্রায় সব অংশে এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের কিছু অংশে এ বনভূমি বিস্তৃত।

প্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন : উত্তরে খুলনা, সাতবীরা, বাগেরহাট জেলা; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে হরিণঘাটা নদী, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলা এবং পশ্চিমে রাইমজাল, হাড়িয়াভাঙ্গা নদী ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আর্থিক প্রান্তসীমা পর্যন্ত এ বনভূমি বিস্তৃত। এটি খুলনা বিভাগের ৬,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত।

ঘ মি. সোহেলের দেখা বনাঞ্চল হলো চিরহরিৎ বনভূমি ও সুন্দরবন। চিরহরিৎ বনভূমি অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও অত্যধিক তাপমাত্রা অনুভূত হয়। সুন্দরবনে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও অত্যধিক তাপমাত্রা অনুভূত হয় না। চিরহরিৎ বনভূমিতে চাপালিশ, ময়না, তেলসুর বৃষ জন্মে থাকে। সুন্দরবনে সুন্দরী, গরান, গোয়া, ধুন্দল, কেওড়া বৃষ জন্মে। উল্লেরখযোগ্য জীবজন্তুর বসবাস পাহাড়ি চিরহরিৎ বনভূমিতে দেখা যায় না। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বনবিড়াল, সাপ ও বানর সুন্দরবনের আকর্ষণীয় জীবজন্তু। পাহাড়ি চিরহরিৎ ধরনের বন থেকে হরেক রকম বাঁশ, বেত,

রবার এবং ফলমূল সংগ্রহ করা যায়। সুন্দরবন থেকে মধু, মোম এবং বিভিন্ন প্রকার ওষুধের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন- ২২ ▶▶

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সমাজসেবী ও পরিবেশকর্মী ইলিয়াস আলী সুন্দরবনের সম্পদ চুরি রোধে এলাকার কয়েকজন যুবককে নিয়ে একটি দল গঠন করলেন। তার এ উদ্যোগ সকলের মনে সাড়া জাগাল।

- ক. হরিপুর প্রাকৃতিক গ্যাসবেত্র থেকে দৈনিক কত ব্যারেল অপরিিশোধিত তেল উত্তোলন করা হচ্ছে? ১
- খ. বনজ সম্পদ রবায় কয়লা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
- গ. ইলিয়াস আলী কেন এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ইলিয়াস আলীর মতো সকলের সচেতন হওয়া উচিত কেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

— ২২ নং প্রশ্নের উত্তর —

ক হরিপুর প্রাকৃতিক গ্যাসবেত্র থেকে দৈনিক ৬০০ ব্যারেল অপরিিশোধিত তেল উত্তোলন করা হচ্ছে।

খ কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমানে দেশে উৎপাদিত কয়লার ৬৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ৩৫ শতাংশ ইটখোলা, কলকারখানা ইত্যাদি খাতে ব্যবহৃত হয়। বনজ সম্পদ রবা ও দূষণ কমানোর মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশকে রবা করে।

গ **X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন- ২৩ ▶▶

পাট শিল্প

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সুজিত হালদার একসময় বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় পাট সরবরাহ করতেন। কিন্তু মাঝে এ ব্যবসায় মন্দা দেখা দেওয়ায় তিনি ব্যবসা পরিবর্তন করেন। বর্তমানে পাটের বাজার আবার চাঙা হওয়ায় তিনি পুনরায় পূর্বের পেশায় ফিরে এসেছেন।

- ক. বাংলাদেশে কতটি বোর্ড মিল রয়েছে? ১
- খ. বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় চা চাষের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. সুজিত হালদার আবার পুরনো পেশায় ফিরে এলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পণ্যটি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্লেষণ কর। ৪

— ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর —

ক বাংলাদেশে ৪টি বোর্ড মিল রয়েছে।

খ চা বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। পয়নিষকাশন বিশিষ্ট ঢালু জমিতে চা চাষ ভালো হওয়ায় মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ে চা চাষ হয়।

গ **X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ বর্তমানে পাট শিল্পের প্রসার সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাট শিল্পের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন- ২৪ ১১

পোশাক শিল্প

নদী ভাঙনের স্বীকার রোজিনা সম্প্রতি কাজের সম্মানে ঢাকায় আসেন। তিনি একটি কারখানায় কাজ নেন। সেখানে তার অধিকাংশ সহকর্মী নারীকর্মী এবং শিল্পটি বিলিয়ন ডলার শিল্প নামে পরিচিত।

- ক. রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরব হয় কবে? ১
খ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খনিজ তেলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রোজিনার কর্মরত কারখানাটির প্রসার লাভ করার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রোজিনার কর্মরত কারখানাটির সার্বিক অবস্থা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর সূচী

ক সত্তর দশকের শেষে এবং আশির দশকের প্রথম থেকে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরব হয়।

খ শক্তি, আলো, তাপ উৎপাদনের জন্য খনিজ তেল প্রয়োজন। খনিজ তেল পরিশোধন করে গ্যাসোলিন, ডিজেল, গ্যাস, কেরোসিন, পিচ্ছিল কারক তেল ক্যারোফিন প্রভৃতি পাওয়া যায়। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান চালাতে পেট্রোল ও ডিজেল ব্যবহার করা হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ** পোশাক শিল্প প্রসার লাভ করার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন- ২৫ ১১

বাংলাদেশের কৃষিপণ্য

সুজন একজন কৃষক। সে যে ফসল উৎপাদন করে তা তার পরিবারেই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সে দেখল, তার ভাই উৎপাদিত ফসলের পুরোটাই বিক্রি করে দিল।

- ক. ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পের অবদান কত ভাগ? ১
খ. ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুজনের উৎপাদিত ফসল সম্পর্কে লিখ। ৩
ঘ. সুজনের ভাইয়ের উৎপাদিত ফসলের বিবরণ দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর সূচী

ক ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পের অবদান ২৯ ভাগ।

খ কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক কৃষিখাতের অবদান ১৯.২৯ শতাংশ। কৃষিকাজের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য হচ্ছে হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য চা প্রভৃতি।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ** বাংলাদেশের খাদ্যশস্য ব্যাখ্যা কর।
ঘ বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের বিবরণ দাও।

প্রশ্ন- ২৬ ১১

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশের তেল, গ্যাস, কয়লা থাকা সত্ত্বেও মূলধন ও প্রযুক্তির অভাবে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছে না।

- ক. তেল, গ্যাস ও কয়লাকে কী বলা হয়? ১
খ. খনিজ সম্পদের মাধ্যমে কীভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্পদের বিবরণ দাও। ৩
ঘ. উক্ত সম্পদের গুরুত্ব পর্যালোচনা কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর সূচী

ক তেল, গ্যাস ও কয়লাকে বলা হয় খনিজ সম্পদ।
খ প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদ হিসেবে তেল, গ্যাস, কয়লা ও কঠিন শিলা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের এই খনিজ সম্পদসমূহের অনুসন্ধান, উৎপাদন ও বিতরণের মধ্যে সমন্বয় আনয়ন করলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ** তেল, গ্যাস ও কয়লা সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।
ঘ তেল, গ্যাস ও কয়লার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন- ২৭ ১১

বাংলাদেশের শিল্প

রববাইয়া যে কারখানায় কাজ করে সে শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জনে ভূমিকা রাখে। কিন্তু এক সময় এ স্থান যে শিল্পের ছিল তাকে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ বলা হতো।

- ক. বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কোনটি? ১
খ. কেন দোআঁশ মাটিতে পাট চাষ প্রসার লাভ করে? ২
গ. রববাইয়ার কর্মরত শিল্প সম্পর্কে যা জানা লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পিছিয়ে পড়া শিল্পটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর সূচী

ক বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হলো কার্পাস বয়ন শিল্প।
খ পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। আমাদের দেশে সাধারণত দুই ধরনের পাট চাষ হয়। পাট চাষে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। ফলে নদীর নিকটবর্তী নরম উর্বর দো-আঁশ পলিমাটিতে পাটের চাষ প্রসার লাভ করে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ** পোশাক শিল্পের অবদান ব্যাখ্যা কর।
ঘ পাট শিল্প বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ২৮ ১১

জোয়ার-ভাটা ও বনজ সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

জাহিদের বাসা খুলনা জেলায়। তাদের এলাকায় রয়েছে পৃথিবীর একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। এ বনে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, গোলপাতা ও অন্যান্য বৃহাদী জন্মে থাকে। খুলনার নিউজপ্লস্ট কারখানা এ বনের প্রধান বৃহৎ সুন্দরী বৃক্ষের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এছাড়া এ বনে সবসময় জোয়ার ভাটা হয়ে থাকে। [ষষ্ঠ ও একাদশ অধ্যায়]

- ক. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাসবেত্রের সংখ্যা কতটি? ১
খ. বারিমিল বলতি কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জোয়ার ভাটার সন্নিহিত এলাকায় প্রভাব বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের বনজ সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর সূচী

ক বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাসবেত্রের সংখ্যা ২৩টি।
খ বায়ুমিলে পানি রয়েছে জলীয়বাষ্প হিসেবে, ভূপৃষ্ঠে রয়েছে তরল ও কঠিন অবস্থায় এবং ভূপৃষ্ঠের তলদেশে রয়েছে ভূগর্ভস্থ তরল পানি।

সুতরাং বারিমর্দন বলতে পৃথিবীর সকল জলরাশির অবস্থানভিত্তিক বিস্তরণ বোঝায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জোয়ার-ভাটার সন্নিহিত উপকূলীয় এলাকায় প্রভাব প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক। যেমন :

১. জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে ভূখণ্ড থেকে আবর্জনাসমূহ নদীর মধ্য দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়।
২. দৈনিক দুবার জোয়ার-ভাটা হওয়ার ফলে ভাটার টানে নদীর মোহনায় পলি ও আবর্জনা জমতে পারে না।
৩. জোয়ার-ভাটার ফলে সৃষ্ট স্রোতের সাহায্যে নদীখাত গভীর হয়।
৪. বহু নদীতে ভাটার স্রোতের বিপরীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।
৫. জোয়ারের পানি নদীর মাধ্যমে সেচ সহায়তা করে এবং অনেক সময় খাল খনন করে জোয়ারের পানি আটকিয়ে সেচকার্যে ব্যবহার করা হয়।
৬. শীত প্রধান দেশে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি জোয়ারের সাহায্যে নদীতে প্রবেশ করে এবং এর ফলে নদীর পানি সহজে জমে না।
৭. জোয়ার-ভাটার ফলে নৌযান চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। জোয়ারের সময় নদীর মোহনায় ও তার অভ্যন্তরে পানি অধিক হয় বলে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজের টানে ঐ জাহাজ অনায়াসে সমুদ্রে নেমে আসতে পারে।
৮. অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে নদীতে জোয়ারের সময় বান ডাকার ফলে অনেক সময় নৌকা, লঞ্চ প্রভৃতি ডুবে যায় বা বতিগ্রস্ত হয় এবং এতে নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জানমালের বতি হয়।

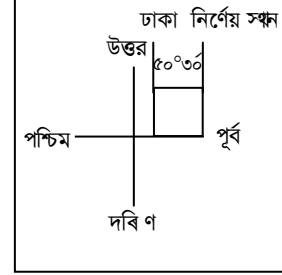
ঘ বনজ সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের বনজ সম্পদের পরিমাণ সীমিত এবং দিন দিন কমে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রবায় বনভূমির গুরুত্ব অপরিহার্য।

বাংলাদেশের বনজ সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিম্নরূপ :

১. **প্রাকৃতিক গুরুত্ব** : জীববৈচিত্র্য রবা, মাটি বা ভূমিবয় রোধ, ভূমিধস রবা, বৃষ্টিপাত বৃষ্টি, আবহাওয়া আর্দ্র রাখা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।
২. **পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা** : সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনাময় স্থান। এর জীববৈচিত্র্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে, যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
৩. **নির্মাণের উপকরণ** : মানুষ বনভূমি থেকে তার ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য কাঠ, বাঁশ, বেত ইত্যাদি যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে।
৪. **শিল্পের উন্নতি** : কাগজ, রেয়ন, দিয়াশলাই, ফাইবার বোর্ড, খেলনার সরঞ্জাম প্রভৃতির তৈরিতে কাগজকল, খুলনার নিউজপ্ৰিন্ট কারখানা বনজ সম্পদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
৫. **দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস** : উপকূলীয় অঞ্চলের বনভূমি সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের রয়রতি কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
৬. **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা** : বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা দিয়ে রেললাইনের সিরপার, মোটরগাড়ি, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ ইত্যাদির কাঠামো, বৈদ্যুতিক খুঁটি, রাস্তার পুল প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়।
৭. **সরকারের আয়ের উৎস** : বনজ সম্পদ সরকারের আয়ের একটি উৎস। যেমন- বনজ সম্পদ বিক্রি ও এর উপর কর ধার্য করে সরকার রাজস্ব আয় বাড়িয়ে থাকে।
৮. **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন** : বনের বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া, দাঁত, শিং, পশম এবং কিছু জীবন্ত বন্যজন্তু রপ্তানি করে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

বনজ সম্পদ ব্যবহারে আমরা যত্নশীল হব। আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রবার তাগিদে বনজ জীববৈচিত্র্যের প্রতি যত্নশীল ও রবণশীল হতে হবে।

প্রশ্ন- ২৯ ▶▶



[তৃতীয় ও একাদশ অধ্যায়]

- ক. বাংলাদেশে ২০০৬ সালে কতজন বিদেশি পর্যটক এসেছে? ১
- খ. বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. নির্ণেয় স্থানের স্থানীয় সময় নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. প্রদত্ত স্থানের পর্যটন স্থানসমূহ আলোচনা কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর :-

- ক** বাংলাদেশে ২০০৬ সালে বিদেশি পর্যটক এসেছে প্রায় ২,০০,৩১১ জন।
- খ** বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, এই শিল্পের উন্নয়নের বদৌলতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক গতিশীলতা, আঞ্চলিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও পরিবেশগত উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখতে পারে। এই শিল্পের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সুলভ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পথ সুগম হয়।
- গ** উদ্দীপকে লব করা যায়, ঢাকা থেকে পূর্বে অবস্থিত নির্ণেয় স্থানের দ্রাঘিমাংশ পার্থক্য $50^{\circ}30'$ । উদ্দীপক অনুযায়ী ঢাকায় যখন ভোর ৬টা তখন নির্ণেয় স্থানের স্থানীয় সময় বের করতে হবে।

ঢাকা থেকে স্থানটির ব্যবধান = $50^{\circ}30'$

= (50×8) মিনিট + (30×8) সেকেন্ড (পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এই ব্যবধানের জন্য সময়ের পার্থক্য যোগ হবে)

= ২০০ মিনিট + ১২০ সেকেন্ড

= ২০০ মিনিট + ২ মিনিট [যেহেতু ১ মিনিট = ৬০ সেকেন্ড]

= ২০২ মিনিট

সময়ের ব্যবধান হবে ২০২ মিনিট বা ৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট

এখানে যে স্থানটির স্থানীয় সময় নির্ণয় করতে হবে সেটা ঢাকার পূর্ব দিকে অবস্থিত। সুতরাং স্থানীয় সময় ঢাকা সময়ের চেয়ে বেশি হবে কারণ পূর্বদিকে সূর্য আগে উদিত হয়েছে। তাই ঢাকার সময়ের সঙ্গে ৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট যোগ করতে হবে।

∴ স্থানটির সময়

= ঢাকার সময় + সময়ের পার্থক্য

= ৬টা + ৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট

= ৯টা ২২ মিনিট

∴ স্থানটির নির্ণেয় স্থানীয় সময় ৯টা ২২ মিনিট।

ঘ উদ্দীপকের প্রদত্ত স্থানটি ঢাকা। ঐতিহাসিকভাবে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী ও প্রধান শহর। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত সাত গম্বুজ মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দীর তারা মসজিদ এবং সাম্প্রতিককালের নির্মিত বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ। একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত ঢাকেশ্বরী মন্দির। মোগল সম্রাটদের বুড়িগঞ্জার নির্মিত লালবাগ দুর্গ,

১৮৫৭ সালের স্মৃতিসৌধ বাহাদুর শাহ পার্ক, আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্যসমূহ, জাতীয় কবির সমাধি, জাতীয় সংসদ ভবন, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, মীরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, রায়েরবাজার বধ্যভূমি,

ধানমন্ডিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতি ও মিউজিয়াম, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের জাতির জনক কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণস্থল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ইত্যাদি পর্যটকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ।



নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



- প্রশ্ন ১১** ১ ৥ বাংলাদেশের কৃষিখাতে প্রধান রপ্তানি পণ্যগুলোর নাম লিখ।
উত্তর : বাংলাদেশের কৃষিখাতে প্রধান রপ্তানি পণ্যগুলো হলো হিমায়িত খাদ্য, কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য, চা প্রভৃতি।
- প্রশ্ন ১২** ২ ৥ এদেশের শ্রম শক্তির মোট কত শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত?
উত্তর : এদেশের শ্রম শক্তির মোট ৪৭.৫০ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত।
- প্রশ্ন ১৩** ৩ ৥ বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে কোনটি প্রধান?
উত্তর : বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান প্রধান।
- প্রশ্ন ১৪** ৪ ৥ ধান চাষের জন্য কত তাপমাত্রা প্রয়োজন?
উত্তর : ধান চাষের জন্য ১৬° থেকে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন।
- প্রশ্ন ১৫** ৫ ৥ রংপুরে কোন ধান ভালো হয়?
উত্তর : রংপুরে আমন ধান ভালো হয়।
- প্রশ্ন ১৬** ৬ ৥ কত সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়?
উত্তর : পাট চাষের জন্য ১৫০-২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়।
- প্রশ্ন ১৭** ৭ ৥ কোন ধরনের মাটি ধান চাষের উপযোগী?
উত্তর : নদী উপত্যকায় পলিমাটি ধান চাষের উপযোগী।
- প্রশ্ন ১৮** ৮ ৥ উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে কোন শস্যের চাষ বেশি প্রসার লাভ করেছে?
উত্তর : উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে গম চাষ বেশি প্রসার লাভ করেছে।
- প্রশ্ন ১৯** ৯ ৥ ইক্ষু উৎপাদনের জন্য কত ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তাপ প্রয়োজন হয়?
উত্তর : ১৯° থেকে ৩০° ডিগ্রি সেলসিয়াস।
- প্রশ্ন ১১০** ১০ ৥ সবচেয়ে বেশি চা বাগান কোথায় রয়েছে?
উত্তর : সবচেয়ে বেশি চা বাগান মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেটে জেলায়।
- প্রশ্ন ১১১** ১১ ৥ কোথায় চা চাষ ভালো হয়?
উত্তর : পানি নিষ্কাশনবিশিষ্ট ঢালু জমিতে চা চাষ ভালো হয়।
- প্রশ্ন ১১২** ১২ ৥ চা চাষের জন্য কত সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন?
উত্তর : চা চাষের জন্য ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন।
- প্রশ্ন ১১৩** ১৩ ৥ কোন মাটিতে চা চাষ ভালো হয়?
উত্তর : উর্বর লৌহ ও জৈব পদার্থ মিশ্রিত দোআঁশ মাটিতে।
- প্রশ্ন ১১৪** ১৪ ৥ কত সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সস্তম কুপে তেল পাওয়া গেছে?
উত্তর : ১৯৮৬ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সস্তম কুপে তেল পাওয়া গেছে।
- প্রশ্ন ১১৫** ১৫ ৥ হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের কুপ থেকে দৈনিক কত ব্যারেল অপরিিশোধিত তেল উত্তোলন করা হয়?
উত্তর : হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের কুপ থেকে দৈনিক ৬০০ ব্যারেল অপরিিশোধিত তেল উত্তোলন করা হয়।
- প্রশ্ন ১১৬** ১৬ ৥ বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলবৈচিত্র্য কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলবৈচিত্র্য মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে অবস্থিত।
- প্রশ্ন ১১৭** ১৭ ৥ দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় কত শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে?

উত্তর : দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭৩ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে।

প্রশ্ন ১১৮ ১৮ ৥ এ যাবৎ বাংলাদেশে আবিষ্কৃত গ্যাসবৈচিত্র্যের সংখ্যা কতটি?
উত্তর : এ যাবৎ বাংলাদেশে আবিষ্কৃত গ্যাসবৈচিত্র্যের সংখ্যা ২৫টি।

প্রশ্ন ১১৯ ১৯ ৥ দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে দৈনিক কত মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা হয়?
উত্তর : দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে দৈনিক ৩,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা হয়।

প্রশ্ন ১২০ ২০ ৥ দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে দৈনিক কত মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হয়?
উত্তর : দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে দৈনিক প্রায় ৩,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হয়।

প্রশ্ন ১২১ ২১ ৥ ফেঞ্চুগঞ্জের সার কারখানায় ও ছাতকের সিমেন্ট কারখানায় কোন গ্যাস ব্যবহৃত হয়?
উত্তর : ফেঞ্চুগঞ্জের সার কারখানায় ও ছাতকের সিমেন্ট কারখানায় হরিপুরের গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ১২২ ২২ ৥ খনিজ তেল পরিশোধিত করে কী পাওয়া যায়?
উত্তর : খনিজ তেল পরিশোধিত করে গ্যাসোলিন, ডিজেল, গ্যাস, কেরোসিন, পিচ্ছিলকারক তেল, প্যারাফিন প্রভৃতি পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ১২৩ ২৩ ৥ কয়লা জ্বালানি হিসেবে কিসের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে?
উত্তর : গ্যাস ও লাকড়ির পরিপূরক কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রশ্ন ১২৪ ২৪ ৥ কোন গ্যাসবৈচিত্র্যগুলো উৎপাদনে যায়নি?
উত্তর : বেগমগঞ্জ, কুতুবদিয়া গ্যাসবৈচিত্র্য উৎপাদনে যায়নি।

প্রশ্ন ১২৫ ২৫ ৥ ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত কত ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে?
উত্তর : ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ১০.৯২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১২৬ ২৬ ৥ কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস গ্যাস ব্যবহৃত হয়?
উত্তর : সিদ্ধিরগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ১২৭ ২৭ ৥ কোথায় উৎকৃষ্টমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে?
উত্তর : রাজশাহী, বগুড়া নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্টমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন ১২৮ ২৮ ৥ কোথায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে?
উত্তর : রংপুর জেলার রানীপুকুর ও শ্যামপুর এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া কঠিন শিলার সন্ধান কোথায় পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন ১২৯ ২৯ ৥ বর্তমানে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে উত্তোলিত কয়লার কত শতাংশ বড় পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে?
উত্তর : বর্তমানে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে উত্তোলিত কয়লার ৬৫ শতাংশ বড় পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রশ্ন ১৩০ ৩০ ৥ বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কল প্রথম কোথায় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কল চন্দ্রঘোনায় ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ১১৩১ ৥ বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি কাগজকল রয়েছে?

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি কাগজকল রয়েছে।

প্রশ্ন ১১৩২ ৥ বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা কোথায় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ১১৩৩ ৥ ঢাকা অঞ্চলে কত ভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে।

উত্তর : ঢাকা অঞ্চলে ৭৫ ভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে।

প্রশ্ন ১১৩৪ ৥ ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ পোশাক শিল্পে কত বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে?

উত্তর : ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ পোশাক শিল্পে ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

প্রশ্ন ১১৩৫ ৥ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ কোনগুলো?

উত্তর : বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ কৃষি, বনজ সম্পদ, তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১১৩৬ ৥ বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কোনটি?

উত্তর : কার্পাস বয়নশিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প।

প্রশ্ন ১১৩৭ ৥ পোশাক শিল্পকে এখন কী বলা হয়?

উত্তর : পোশাক শিল্পকে এখন বলা হয় 'বিলিয়ন ডলার শিল্প'।

প্রশ্ন ১১৩৮ ৥ কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত কী?

উত্তর : কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন।

প্রশ্ন ১১৩৯ ৥ কোথায় দুইটি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে?

উত্তর : চট্টগ্রাম ও ঢাকা ইপিজেডে দুইটি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ১১৪০ ৥ বাংলাদেশের পাটশিল্পজাত দ্রব্য কোনগুলো?

উত্তর : বাংলাদেশের পাটশিল্পজাত দ্রব্য হচ্ছে চট, বস্তা, কার্পেট, দড়ি, ব্যাগ, স্যাভেল, ম্যাট, পুতুল, শোপিস।

প্রশ্ন ১১৪১ ৥ কোথা থেকে বৈদেশিক সহযোগিতায় শিলা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উত্তর : রংপুরের রাণীপুর থেকে বৈদেশিক সহযোগিতায় শিলা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১১৪২ ৥ পোশাক শিল্পে উৎপাদিত পোশাকের নাম লেখ।

উত্তর : পোশাক শিল্পে ট্রাউজার, জিন্স প্যান্ট, স্কার্টস, সোয়েটার, জ্যাকেট, মেয়েদের পুলওভার, কার্ডিগ্যান বরাউস, টি-শার্ট প্রভৃতি উৎপাদিত হয়।

প্রশ্ন ১১৪৩ ৥ প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক কবি হিউয়েন সাং কত শতাব্দীতে বাংলাদেশে এসেছিলেন?

উত্তর : প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক কবি হিউয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে বাংলাদেশে এসেছিলেন।

প্রশ্ন ১১৪৪ ৥ নাটোরের দুটি দর্শনীয় স্থানের নাম লিখ।

উত্তর : নাটোরের দুটি দর্শনীয় স্থানের নাম হলো রানি ভবানীর বাড়ি ও দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ি (উত্তরা গণভবন)।

প্রশ্ন ১১৪৫ ৥ বেগম রোকেয়ার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : বেগম রোকেয়ার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ পায়রাবন্দে অবস্থিত।

প্রশ্ন ১১৪৬ ৥ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান কোথায়?

উত্তর : কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান যশোরের সাগরদাড়িতে।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ▼▼▼

প্রশ্ন ১১ ৥ ইক্ষু চাষের অন্যতম পূর্বশর্ত কী?

উত্তর : চিনি উৎপাদনের কাঁচামাল ইক্ষু বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ফসল। ইক্ষু চাষের জন্য সমতল ভূমি প্রয়োজন। ইক্ষু উৎপাদনের জন্য ১৯° থেকে ৩০° সেলসিয়াস উত্তাপ এবং কমপক্ষে ১৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। বেলে দোআঁশ ও কর্দমাময় দোআঁশ মাটিতে ইক্ষু চাষ ভালো হয়।

প্রশ্ন ১২ ৥ বনভূমির প্রাকৃতিক গুরুত্ব লেখ।

উত্তর : পরিবেশের উপাদান বায়ু, পানি, মাটি, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। পরিবেশের ভারসাম্য রবার্থে পরিবেশের একটি উপাদান বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ দূষণ রোধ, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ভূমির বয়রোধ, মরবকরণ প্রক্রিয়া রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ঝড়-তুফানের বতিকারক প্রভাব থেকে রবা, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ও বৃষ্টিপাত সংঘটন এবং গ্রিনহাউস গ্যাস প্রতিরোধের মাধ্যমে বনভূমি পরিবেশের ভারসাম্য রবা করে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রশ্ন ১৩ ৥ বনজ সম্পদের মাধ্যমে কীভাবে শিল্পের উন্নয়ন ঘটেছে?

উত্তর : বাংলাদেশে বনজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনজ সম্পদের ভূমিকা অপরিহার্য। বাংলাদেশে কাগজ, রেয়ন, দিয়াশলাই, ফাইবার বোর্ড, খেলনার সরঞ্জাম প্রভৃতির উৎপাদন কাজে বনজ সম্পদ ব্যবহৃত হয়ে শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে। কর্ণফুলী কাগজকল, খুলনার নিউজপ্রিন্ট কারখানা বনজ সম্পদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ১৪ ৥ বনজ সম্পদ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় কীভাবে প্রভাব ফেলে?

উত্তর : বনজ সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে বনজ সম্পদের পরিমাণ সীমিত। তবুও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য আনয়নে বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। বনজ সম্পদ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও প্রভাব ফেলে। বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা দিয়ে রেললাইনের স্লিপার, মোটরগাড়ি, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ ইত্যাদির কাঠামো, বৈদ্যুতিক খুঁটি, রাস্তার পুল প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়।

প্রশ্ন ১৫ ৥ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের দুটি ব্যবহার লেখ।

উত্তর : বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ। নিচে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের দুটি ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

ক. **শিল্প কারখানার জ্বালানি** : প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের শিল্প কারখানাতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে জ্বালানি সমস্যা লাঘব হয়।

খ. **বিদ্যুৎ উৎপাদন** : প্রাকৃতিক গ্যাসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। যেমন : সিঙ্গিরগঞ্জ, শাহজীবাজার, আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল প্রভৃতি তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

প্রশ্ন ১৬ ৥ কয়লা কোন কোন বেত্রে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা অন্যতম। শক্তির অন্যতম উৎস কয়লা। কলকারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি চালানোর জন্য কয়লা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া জ্বালানি হিসেবেও কয়লার ব্যবহার হয়।

প্রশ্ন ৭ ৭ ৭ কয়লা কীভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ রবায় সাহায্য করে?

উত্তর : শক্তির অন্যতম উৎস কয়লা। বনজ সম্পদ রবায় কয়লা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরাসরি কাঠ বা লাকড়ি পোড়ালে পরিবেশের যে দূষণ হয়, কয়লা ব্যবহার করলে সেই দূষণ হয় না। বনজ সম্পদ রবা ও দূষণ কমানোর মাধ্যমে কয়লা প্রাকৃতিক পরিবেশ রবায় সাহায্য করে।

প্রশ্ন ৮ ৮ ৮ কোথায় কঠিন শিলার সম্পদ পাওয়া গেছে।

উত্তর : বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের মধ্যে কঠিন শিলা অন্যতম। রেলপথ, রাস্তাঘাট, গৃহ, সেতু ও বাঁধ নির্মাণ এবং বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে কঠিন শিলা ব্যবহৃত হয়। রংপুর জেলার রাণীপুকুর ও শ্যামপুর এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সম্পদ পাওয়া গেছে। রংপুরের রাণীপুকুর থেকে বিদেশি সহযোগিতায় শিলা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৯ ৯ ৯ বাংলাদেশে কেন সার শিল্পের উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে ফসল ফলানোর জন্য সারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সার অন্যতম। এদেশে সার শিল্পের উন্নয়নের আশা করা হচ্ছে। কারণ প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজলভ্যতা রয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে সার রপ্তানি করতে বাংলাদেশ সৰম হবে।

প্রশ্ন ১০ ১০ ১০ বিশ্বব্যাপী পাট ও পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমে যাওয়ার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ লিখ।

উত্তর : বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম কাঁচাপাট ও পাটজাতদ্রব্য রপ্তানিকারক দেশ। এদেশ পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ পাট উৎপাদন করে থাকে। তা সত্ত্বেও পৃথিবীব্যাপী পাট ও পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমে গেছে। এর দুটি কারণ হলো : ১. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে কৃত্রিম তন্তুজাত দ্রব্য ব্যবহার শুরব হওয়ায় বিশ্বের বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে ও ২. ব্যাপকভাবে বিশ্বব্যাপী পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় পাট ও পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমে গেছে।

প্রশ্ন ১১ ১১ ১১ বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্প বিকাশের কারণ কী?

উত্তর : বাংলাদেশের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালি, যশোর ও পাবনা অঞ্চলে বস্ত্রশিল্পগুলো গড়ে উঠেছে। এ শিল্প বিকাশের পেছনে যে কারণগুলো কাজ করছে তা হলো আর্দ্র জলবায়ু, সহজ ও সুলভ কাঁচামাল আমদানি, স্থানীয় ব্যাপক বাজারপ্রাপ্তি, সুলভ শ্রমিক সরবরাহ এবং পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা। ফলশ্রবতিতে এ শিল্পের দ্রবত বিকাশ লাভ ঘটেছে।

প্রশ্ন ১২ ১২ ১২ বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের স্থানীয়করণের কারণ ছক আকারে উপস্থাপন কর?

উত্তর : বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প দ্রবত গড়ে ওঠার পেছনে নিম্নলিখিত কারণগুলো কাজ করছে।

পোশাক শিল্প স্থানীয়করণের কারণ	
প্রাকৃতিক কারণ	অর্থনৈতিক কারণ
১. সহজে পর্যাপ্ত কাঁচামাল প্রাপ্তি	১. সস্তা শ্রমিক প্রাপ্তি
২. অনুকূল জলবায়ু	২. মূলধনের প্রাচুর্য
	৩. আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে ব্যাপক চাহিদা
	৪. উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা
	৫. সরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা

প্রশ্ন ১৩ ১৩ ১৩ কোন কোন দেশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়?

উত্তর : বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। সত্তর দশকের শেষে এবং আশির দশকের প্রথম থেকে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরব হয়। এরপর এ শিল্প অতি দ্রবত বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের শীর্ষে নিজের স্থান করে নেয়। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক যেসব দেশে রপ্তানি হয় সেই দেশগুলো হলো— আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, বেলজিয়াম, স্পেন ও যুক্তরাজ্য।

প্রশ্ন ১৪ ১৪ ১৪ বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব লেখ।

উত্তর : বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হলো পর্যটন শিল্প। এই শিল্পের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক গতিশীলতা, আঞ্চলিক উন্নয়ন, সংস্কৃতি বিনিময়, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত উন্নয়ন সম্ভব। পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পথ সুগম হয়।